بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمنِ الرَّحِيۡمِ

সহীহ্ হাদীস ও ফিক্হ হানাফীর আলোকে

মহিলাদের নামায ও মাসায়েল শিক্ষা

মুফতী নূরুল আরেফিন রেজবী আযহারী

[M.A(Arabic),Research(theology)
Azhar University,Cairo,Egypt;
English(Diploma)America
University,Cairo]
E-mail:-quazinurularefin@gmail.com

প্রকাশনা

মুসলিম বুক হাউস

কালিয়াচক,মালদা ফোন–৯৭৩৩২৮-৮৯০৬/৯৬৪৭৮-১৮৯৮৭

পরিবেশনা - ফিকরে রেজা অ্যাকাডেমী

পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ

পুস্তকের নাম ঃ-মহিলাদের নামায ও মাসায়েল শিক্ষা
লেখকের নাম ঃ-মোহাম্মাদ নুরুল আরেফিন রেজবী আযহারী
প্রথম সংস্করণ ঃ- রবিউস সানী,১৪৪২ ; ডিসেম্বর ২০২০ সন
টাইপসেটিংঃ–ফিক্রে রেজা অ্যাকাডেমী
প্রকাশনায় ঃ– মুসলিম বুক ডিপো
পরিবেশনায় ঃ–ফিকরে রেজা অ্যাকাডেমী
মূল্য ঃ-৮০ টাকা

বিশেষ সতর্কীকরণ

প্রকাশক কর্তৃক গ্রন্থ সত্ব সংরক্ষিত
বিনাঅনুমতীতে ছাপানো ও নকল করা আইনত দন্ডনীয়

সূচীপত্র

১.ইসলাম ধর্মে মহিলাদের মর্যাদা	৭
২.ইসলাম ও ঈমান	১০
৩. আল্লাহ তা'য়ালা সম্পর্কিত আক্বীদা	১১
৪.নবুওত সম্পর্কিত আক্বীদা	১১
২.কালেমা সমূহ	১২
৩.নামায	১৫
৪.নামাযের ফযীলত	১৬
৫.নামাযের শর্তসনূহ	১৭
৬. হায়েয নেফাসের বর্ণনা	১৮
৬.ওজুর বর্ণনা	২৩
৮.ওজুর নিয়মাবলী	২৫
৯.গোসলের বর্ণনা	৩১
১০.যে যে কারণে গোসল ফরয হয়	৩১
১১.গোসলের নিয়মাবলী	৩১
১২.তায়াম্মুমের বর্ণনা	৩২
১৩.যে যে বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম জায়েয	৩২
১৪.নামাযের ফরয সমূহ	৩৩
১৫.নামাযের ওয়াজিব সমূহ	৩৪
১৬. নামাযের সুন্নাত সমূহ	৩৬
১৭.মহিলাদের জন্য সুন্নাত	৪০
১৮.কতিপয় প্রয়োজনীয় সুরা	৪০
১৯.আল -ফাতিহা	

২০. সুরা ক্বদর	৪১
২১. সুরা আস্‌র	৪১
২২.আল-ফীল	৪২
২৩. আল-কুরাইশ	৪৩
২৪. আল-মাউন	৪৩
২৫.আল-কাউসার	৪৪
২৬. আল-কাফিরুন	৪৫
২৭. আন্‌-নাস্‌র	৪৫
২৮ সুরা লাহাব	৪৬
২৯.আল-ইখলাস	৪৭
৩০. আল-ফালাক্ব	৪৭
৩১. আন্‌-নাস	৪৮
৩২.আয়াতুল কুরসি	৪৯
৩৩.দুয়ায়ে কুনুত	৫০
৩৪. মহিলাদের নামায আদায়ের পদ্ধতি	৫১
৩৫. তাশাহুদ	৫৪
৩৬. দরুদে ইবরাহীম	৫৬
৩৭. দোয়া মাসুরা	৫৭
৩৮.মহিলাদের নামায আদায়ের ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য	৫৮
৩৯.বিভিন্ন নামাযের নিয়াত সমূহ	৬০
৪০. যোহরের নামাযের নিয়াত	৬১
৪১. আসরের নামাযের নিয়াত	৬৩
৪২. মাগরিবের নামাযের নিয়াত	৬৪

৪৩. বেতর নামাযের নিয়াত ৬৭
৪৪.কাযা নামাযের বর্ণনা ৬৮
৪৫.কাযা নামায পড়ার সহজ নিয়ম ৬৮
৪৬. উমরী কাযা ৬৯
৪৭. মুসাফিরের নামায ৬৯
৪৮.বিবিধ সুন্নাত ও নফল নামায সমূহ ৭০
৪৯. তাহাজ্জুদের নামায ৭০
৫০. সালাতুত তাসবীহ ৭১
৫১. ইশরাকের নামায ৭২
৫২.আওয়াবীন নামায ৭৩
৫৩. আশুরার নামায ৭৩
৫৪. শাবে মেরাজের নামায ৭৪
৫৫. শাবে বরাতের নফল ইবাদত ৭৪
৫৬. তারাবীহর নামায ৭৬
৫৭.শাবে ক্বদরের নামায ৭৮
৫৮. সালাতুল হাজাত ৭৯
৫৯. সালাতুল ইস্তিখারা ৮০
৬০. তাওবার নামায ৮০
৬১. ঋণ পরিশোধের নামায ৮১
৬২.হাজাত পূরনের নামায ৮১
৬৩. পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের তাসবীহ সমুহ ৮২

৬৪. রোযার বিবরণ ৮৩
৬৫. রোযা ফরয হওয়ার জন্য শর্ত সমূহ ৮৩
৬৬. যে যে কারণে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায় ৮৪
৬৭. যে যে কারণে রোযা ভঙ্গ হয় না ৮৬
৬৮. রোযা সংক্রান্ত মাসয়ালা ৮৭
৬৯. ইঁতিকাফ ৮৮
৭৪. যাকাত ৮৮
৭০.মালিকে নেসাব কাকে বলে ৮৯
৭১. কুরবানীর বর্ণনা ৯০
৭২. আক্বীকা ৯২
৭৩. মৃত্যুর বর্ণনা ৯৩
৭৪.মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার নিয়ম ৯৩
৭৫. কাফনের বর্ণনা ৯৪
৭৬. কবর ও দাফন ৯৫
৭৭. হজের বর্ণনা ৯৭
৭৮.কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দোয়া ৯৮
৭৯.কয়েক প্রকার দরুদ শরীফ ১০০
৮০. সালাম ১০১
৮১.শাজরা আলিয়া কাদিরীয়া রাজাবীয়া নুরীয়া ১০২
৮২ ক্বাসিদা বুরদা ১০৫
৮৩.সুরা ওয়াক্বীয়া ১০৬
৮৪. দোয়া ১১১

اَللّٰهُ رَبُّ مُحَمَّدٍ صَلّٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَا وَ عَلٰى ذَوِيْهِ وَ اٰلِهِ اَبَدَالدُّهُوْرِ وَ كَرَّمَا

সূচনা

নামায সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে যে যে বিষয় সম্পর্কে জ্ঞত হওয়া আবশ্যক সেগুলি আলোচনা করা হল বিশেষ জরুরী। প্রাখমিক পর্যায়ে সেগুলি আলোচনা করে নামায সম্পর্তে আলোচনা শুরু হবে ইনশাআল্লাহ।

ইসলাম ধর্মে মহিলাদের মর্যাদা

হাদিস শরীফে মহিলাদের মর্যাদা সম্পর্কে অগণিত বাণী ইরশাদ হয়েছে। নিম্মে শুধুমাত্র কয়েকটি বর্ণনা করা হল।

১.হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তির কন্যা সন্তান হয় তবে সে যেন তাকে জীবিত দাফন না করে, তাকে নিকৃষ্ট মনে না করে এবং নিজের পুত্র সন্তানকে এর উপর প্রাধান্য না দেয় তবে আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। (আবু দাউদ শরীফ ৪/৪৩৫ ; হাদিস নং ৫১৪৬)

২. হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃকন্যা সন্তানদের মন্দ বলো না, আমিও কন্যা সন্তানের পিতা। নিশ্চয় কন্যা সন্তান হল অধিক ভালবাসা প্রদানকারীনি,দুঃখ নিবারনকারীনি

এবং খুবই কোমল হৃদয়ের হয়ে থাকে। (ফিরদাউসুল আখবার ২/৪১৫,হাদিস নং ৭৫৫৬)

৩.হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি তিনজন কন্যা সন্তান বা বোনকে এভাবে লালন পালন করে যে, তাদের কে শিষ্টাচার শেখায় এবং তাদের সাথে দয়াময় আচরণ করে এমনকি আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে অমুখাপেক্ষী করে দেন (যেমন তাদের বিবাহ হয়ে যায়) তবে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে দেন। রসুলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার এই বাণী শোনা মাত্রই এক সাহাবী আরয করলেন ঃ ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! যদি কোন ব্যক্তি দু'জন কন্যা সন্তান লালন পালন করেন ? তখন ইরশাদ করেন ঃ তার জন্যও এরূপ প্রতিদান ও সাওয়াব রয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন,এমনকি লোকেরা যদি (একজনের) কথা বলতো ,তবে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সম্পর্কেও এরূপ ইরশাদ করতেন। (শারহে সুন্নাহ ,৬/৪৫২, হাদিস নং ৩৩৫১)

৪. হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে,হযরাত খাতুনে জান্নাত,সাইয়্যেদা, ত্বহেরা ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা যখন হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার স্নেহময় খিদমতে উপস্থিত হতেন তখন হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে যেতেন এবং তাঁর হাত ধরে তাতে চুমু দিতেন,অতঃপর তাঁকে স্বীয় বসার স্থানে বসাতেন।

অনূরূপভাবে যখন হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাতুনে জান্নাত হযরাত ফাতিমা যোহরা রাদিয়াল্লাহু আনহার নিকট তাশরীফ নিয়ে যেতেন তখন তিনি হুযুরের দর্শন মাত্রই দাঁড়িয়ে যেতেন, হুযুরের মোবারক হাত নিজেরহাতে নিয়ে চুমু খেতেন এবং হুযুরকে নিজের বসার স্থানে বসাতেন। (আবু দাউদ,বাবু মা'জা ফিল ক্বিয়াম ৪/ ৪৪৫ হাদীস নং ৫২১৭)

৫. এক ব্যক্তি হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার মহান দরবাবে হাজির হয়ে আরয করলেন,ইয়া রাসুলাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! আমার নিকট থেকে সবচেয়ে বেশি সদ্ব্যবহার পাওয়ার হক্বদার কে ? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন ঃ তোমার মাতা। তিনি আবার বললেন ঃ তারপর কে? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন ঃ তোমার মাতা। তিনি আবার বললেন ঃ তারপর কে? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন ঃ তোমার মাতা। চতুর্থবার সাহাবী প্রশ্ন করলে উত্তরে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন ঃ তোমার পিতা। (বুখারী ,হাদিস নং ৫৯৭১)

পড়ুন ও পড়ান
"সুন্নী দর্পণ পত্রিকা"
যোগাযোগ ঃ- ৯৯৬২০৪৮৭৪৬

ইসলাম

'ইসলাম' শব্দটি سَلَّمَ শব্দমূল থেকে নির্গত । এর আভিধানিক অর্থ হল: বেঁচে থাকা,নিরাপদ থাকা,নিরাপত্তা পাওয়া ইত্যাদি । পারিভাষিক অর্থে মহান আল্লাহ্ তায়ালার একত্ববাদ ও হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার রিসালাতের সাক্ষ্য দেওয়া, নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, রমযান শরীফের রোযা রাখা এবং হজ্জ্ব করাকে ইসলাম বলা হয়।[১] অন্য ভাষায় বলতে গেলে,দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলোকে মুখে স্বীকার এবং অন্তরে সেগুলোর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করাকে বলা হয় ঈমান, আর এ বিষয় গুলোকে বাস্তবে পরিণত করাকে বলা হয় ইসলাম।

ঈমান

'ঈমান'শব্দের আভিধানিক অর্থ হল বিশ্বাস বা আস্থা স্থাপন। ঈমান হচ্ছে ঐ সকল বিষয় সমূহের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা, যেগুলো হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়ে এসেছেন।[২] ঈমান হলো তাসদিকে কলবী বা আন্তরিক বিশ্বাসের নাম। অন্তরে সন্দেহ সংশয় পুঁতে রেখে কেবল মুখে বিশ্বাসের কথা বললে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের নিকট কোন মূল্য নেই। যে কারণে ঈমানদার সেই ব্যক্তিকে বলা হয়,যার অন্তরে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা সর্ম্পকে বিন্দুমাত্র সংশয়ও স্থান পাবে না।

আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কিত আক্বীদা

আল্লাহ্ হলেন এক । তার যাত (ব্যক্তিসত্ত্বা),সিফাত (গুণাবলী),কার্যাবলী, হুকুমাদি ও নাম সমূহের মধ্যে কোন শরীক নেই। তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন,বরং সমগ্র জগৎ তারই মুখাপেক্ষী। তাকে কেও জন্ম দেইনি বরং , তিনিই সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন। উপসনার উপযুক্ত একমাত্র তিনিহ। তিনি সর্বদায় ছিলেন,সর্বদায় রয়েছেন ও সর্বদায় থাকবেন। তিনি ওয়াজেবুল ওজুদ অর্থাৎ তার অস্তিত্ব অপরিহার্য। তিনি নিরাকার।

নবুওত সম্পর্কিত আক্বীদা

নবী ওই ধরণের সম্মানিত মানবকে বলা হয় ,যাঁর কাছে হেদায়াতের জন্য আল্লাহ তায়ালা ওহী পাঠিয়েছেন। নবীরা হলেন নিষ্পাপ ।[৩] আল্লাহ তায়ালা নবীদের ইল্‌মে গায়েব দান করেছেন। আসমান জমীনের প্রতিটি অণু পরমানু নবীদের সামনে উদ্ভাসিত । নবীদের জন্য ভুল ত্রুটি হওয়া অসম্ভব। নবীর তাযীম ফরযে আইন বরং সমস্ত ফরযের উর্ধ্বে । কোন নবীকে অবজ্ঞা করা বা অস্বীকার করা কুফরী। নবীগণ নিজ নিজ কবরের মধ্যে পার্থিব জিন্দেগীর মত স্ব-শরীরে জীবিত আছেন। পানাহার করেন এবং যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাতায়াত করেন।[১] নবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন আমাদের আক্বা মাওলা হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি শেষ নবী এবং ফিরিশতা,মানুষ,জ্বীন,হুর,গেলেমান, জীব-জন্তু বৃক্ষলতা মোটকথা সারা জগতের জন্য তিনি রহমত স্বরূপ।

মুসলমানের জন্য তিনি বিশেষ দয়াবান। অন্যান্য নবীদেরকে পৃথক পৃথক ভাবে যে কামালিয়াত প্রদান করা হয়েছে ,সেগুলোর সমষ্টি হুযুরকে প্রদান করা হয়েছে। আগে ও পরের সমস্ত সৃষ্টি কুলই হুযুর আলাইহিস্ সালামের মুখাপেক্ষী। যতক্ষণ পর্যন্ত হুযুরের প্রতি মহাব্বাত মা-বাপ,সন্তান-সন্ততি এবং সৃষ্টিজগতের সবকিছু থেকে বেশী হবেনা, ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলমান গণ্য হতে পারেনা। হুযুরের আনুগত্য মানে আল্লাহরই আনুগত্য।

হুযুরেব অনুরূপ হওয়া অসম্ভব।হুযুরের বিশেষ গুণের ক্ষেত্রে কাউকে হুযুরের মত বললে,সে গুমরাহ বা কাফির হবে।

কালেমা সমূহ

কালেমা তাইয়েবাহ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

উচ্চারণ:-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

অর্থ:-আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসুল।

কালেমা শাহাদাত

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

উচ্চারণ:-আশ্হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারিকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসুলুহু।

অর্থ:-আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে. আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নাই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে,হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসুল।

কালেমা তামজীদ

سُبْحَانَ للّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ و لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه و اللّٰهُ اَكْبَرُ وَ لَا حَوْلَا وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِا للّٰهِ الْعَلِى الْعَظِيْم

উচ্চারণ: - সুবহানাল্লাহি ওয়াল্ হামদু লিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার ওয়ালা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহিল আলিইল আজিম।

অর্থ:-- আল্লাহ তায়ালা পবিত্র , সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই,তিনি সর্বাপেক্ষা মহান এবং শক্তি ও ক্ষমতা দাতা ,

একমাত্র তিনিই সর্বাপেক্ষা উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ।

ঈমানে মুফাস্সাল

اٰمَنْتُ بِا للّٰهِ وَ مَلَآئِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ وَالْيَوْمَ الاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَ شَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَ الْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ

উচ্চারণ:-আমানতু বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহী ওয়া কুতুবিহী ওয়া রুসুলিহী অল ইয়াও মিল আখিরি অল ক্বদরি খয়রিহী ওয়া শার্‌রিহী মিনাল্লাহি তায়ালা ওয়াল বাসি বাদাল মাওত।

অর্থ:-আমি ঈমান আনলাম আল্লাহ্‌র উপর,তাঁর ফেরেশতাকুলের উপর, তাঁর কিতাবাদির উপর,তাঁর রাসুলগণের উপর,ক্বিয়ামত দিবসের উপর, তাকদীরের উপর -যার ভাল-মন্দ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে,আর মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের উপর।

ঈমানে মুজমাল

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِاَسْمَائِهٖ وَ صِفَاتِهٖ وَ قَبِلْتُ جَمِيْعَ اَحْكَامِهٖ وَ اَرْكَنِهٖ اِقْرَارٌ بِا لِّلِّسَانِ وَتَصْدِيقٌ بِا لْقَلْبِ

উচ্চারণ:-আমানতু বিল্লাহি কামা হুয়া বিআস্মা ইহী ওয়া সিফাতিহী ওয়া কাবিলতু জামিয়া আহ্কামিহী। ইকরারুন বিললিসান ওয়া তাসদিকুন বিল ক্বালব।

অর্থ:-আমি আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনলাম ,যেভাবে তিনি নিজের নাম সমূহও আপন গুণাবলীর সাথে আছেন এবং আমি তাঁর সমস্ত বিধি বিধানকে মৌখিক স্বীকৃতি সহকারে ও অন্তরের সত্যায়নের মাধ্যমে মেনে নিলাম ।

নামায

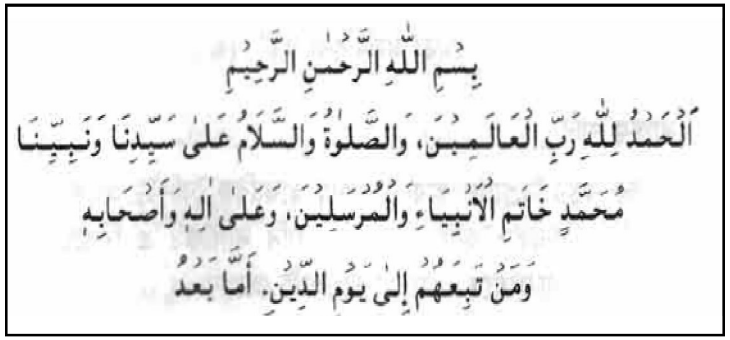

আল্লাহ তা'য়ালা ও রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপর সঠিক ভাবে ঈমান আনয়ন এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মাসলাক অনুযায়ী আক্বিদাকে দুরস্ত করার পর ইসলামের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি ও ইবাদত হল নামায।

ইসলামের সর্বপ্রথম পালনীয় বিধান হিসাবে নামাযকেই নাযীল করা হয়েছে। হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ইরশাদ করেন, ক্বীয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার নিকট হতে নামাযের হিসাব নেওয়া হবে। যদি বান্দার নামায সঠিক ও শুদ্ধ হয়,তাহলে এ নামাযের বদলে তার অন্যান্য আমল সমূহ সঠিক বলে গৃহিত হবে। আর যদি তার নামায সঠিক ও শুদ্ধ নাহয় ,তাহলে ঐ ত্রুটিযুক্ত নামাযের কারণে তার অন্যান্য

সকল আমল বরবাদ ও ধ্বংস হয়ে যাবে।[২] এক বর্ণনায় এসেছে ইচ্ছাপূর্বক নামায ত্যাগকারীকে এক হোকবা অর্থাৎ যার পার্থিব হিসাব প্রায় ২ কোটি ৮৮ লক্ষ বছর পর্যন্ত জাহান্নামে সাজা ভোগ করতে হবে।[১]

১.কানযুল উম্মাল ৭ ম খন্ড ১১৫ পৃ: হাদিস নং ১৮৮৮৩,

নামাযের ফজিলত

পবিত্র কোরান ও হাদিস শরীফে নামাযের অসংখ্য ফাজায়েলের কথা বর্ণিত হয়েছে। পবিত্র কোরানে নামাযকে ঈমান বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহপাক ইরশাদ করেন,'আল্লাহর জন্য এটা শোভা পায় না যে তিনি তোমাদের ঈমান কে ব্যর্থ করবেন।' [৪]

****মুমিন এবং কাফিরের মধ্যে পার্থক্যকারী হল নামায****

সহীহ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে,মুমিনদের সঙ্গে ও কাফিরদের ব্যবধানকারী হল নামায।[৫]

পাপ ও গুনাহ হতে পবিত্র করে নামায

নামায দ্বারা নামায পাঠ কারীর পাপ ও গুনাহের মোচন ঘটে। হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈরশাদ ফরমান,যদি তোমাদের বাড়ির সম্মুখে প্রবাহমান নদী থাকে এবংসেই নদীতে প্রত্যহ পাঁচবার গোসল করা হয়,তাহলে শরীরে ময়লা কী আর বাকী থাকবে? সাহাবীরা উত্তর দিলেন, 'না' হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈরশাদ

করলেন,অনূরুপ ভাবে মহান আল্লাহ পাক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের দ্বারা বান্দাদের গুনাহকে মিটিয়ে দেন।

নাজাতের মাধ্যম হল নামায

হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈরশাদ ফরমান,যে ব্যক্তি নামাযের হেফাজত করবে,নামায তার জন্য ক্বীয়ামতের দিনে নাজাত বা পরিত্রানের মাধ্যম হবে। আর যারা এরূপ করবে না ,তাদেরকে ক্বীয়ামতের দিনে ফিরআউন,কারুন,হামান,ওমান বিন খালফ প্রভৃতি কাফেরের. দলভূক্ত করা হবে।[২]

নামাযের শর্ত সমূহ

নামাযের শর্ত সমূহ হল যথাক্রমে:-১.তাহারাত বা পবিত্রতা ২.সতর বা আবরণ ; ৩. ক্বীবলামুখী হওয়া; ৪. ওয়াক্ত বা সময়; ৫. নিয়াত; ৬.তাকবীর তাহরীমা।

তাহারাতের বর্ণনা

তাহারাতের অর্থ হল নামায আদায় কারীর শরীর ,কাপড় ও নামাযের স্থানকে বিভিন্ন প্রকার নাপাকী থেকে পাক করা। বড় নাপাক্বী থেকে পাক হওয়ার জন্য গোসলের প্রয়োজন এবং ছোট নাপাকী থেকে পাক হওয়ার জন্য ওযুর প্রয়োজন।

হায়েয,নিফাস ও ইস্তিহাযার বর্ণনা ঃ

হায়েয কি?

সন্তান প্রসব ব্যতিরেকে বালেগ মহিলাদের জরায়ু থেকে আদত অনুযায়ী যে রক্ত নির্গত হয়,তাকে হায়েয বলা হয় । (ফতহুল ক্বাদির,ফাতওয়া আলামগিরী ১/৩৬ পৃঃ)

হায়েয সম্পর্কে হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, হায়েয এমনই এক বস্তু, যা আল্লাহ তা'য়ালা আদাম কন্যাদের জন্য লিপিবদ্ধ করেছেন। (বাহারে শরীয়াত ২/৪১ পৃঃ)

নিফাস কি?

মহিলাদের সন্তান প্রসব হওয়ার পর যে রক্ত নির্গত হয়,তাকে নিফাস বলে। (ফিকাহ্‌র কিতাব সমূহ)

হায়েয ও নিফাসের আহকাম ঃ

১. হায়েয অবস্থায় নামায হল মাফ অর্থাৎ ওই সময়ের নামাযের ক্বাযা আদায়ের প্রয়োজন নেই।

২. রোযা রাখা হল হায়েয অবস্থায় হারাম,তবে ওই সময়ের কাযা রোযা অন্যসময়ে আদায় করা হল ফরয। (দুররে মুখতার, ফাতওয়ায়ে আলামগিরী)

৩..হায়েয ও নিফাস অবস্থায় কোরআন মজিদ পড়া তাতে দেখে

হোক কিংবা স্পর্শ করেও হোক , তা হল হারাম। (বাহারে শরীয়াত ২য় খন্ড মাসলা নং ১)

৪. কাগজ কিংবা কোথাও যদি সুরা লেখা থাকে,তাহলে তা স্পর্শ করা হল হারাম।

৫. মুয়াল্লিমা (আরাবী শিক্ষিকা) - এর যদি হায়েয বা নিফাস হয় তাহলে,এক একটি শব্দ শ্বাস ছেড়ে ছেড়ে যদি পড়ায় কিংবা মুখস্ত করায় তাহলে অসুবিধা নেই। (আলমগিরী ১/৩৭ পৃঃ)

৬. এই অবস্থায় দুয়া'য়ে কুনুত পড়া হল মাকরুহ। আল্লাহুম্মা ইন্না নাস তাইনুকা হতে বিল কুফ্ফারী মুলহিক্ব হল দুয়া'য়ে কুনুত। (বাহারে শরীয়াত ২য় খন্ড হায়েয নেফাসের মাসলা, মাসলা নং ৬)

৭. ক্বুরআন মজিদ ব্যতীত সকল প্রকার যিকির,কলমা শরীফ ,দরুদ শরীফ ইত্যাদি পড়া বৈধ বরং মুস্তাহাব। এ অবস্থায় নিয়ম হল ওজু কিংবা কুল্লি করে পড়া। আর এই গুলি স্পর্শ করার ক্ষেত্রেও কোন অসুবিধা নেই। (বাহারে শরীয়াত ২য় খন্ড হায়েয নেফাসের মাসলা, মাসলা নং ৭)

৮. হায়েয ও নিফাস গ্রস্থ মহিলার আযানের উত্তর দেওয়াতেও কোন বাধ্যবাধকতা নেই। (আলামগিরী ১/৩৭ পৃঃ)

ইস্তিহাযার কি ?

হায়েয ও নিফাসের সর্বাধিক সময়ের পর তুহর বা পবিত্রতার সর্বনিম্ন সময়ের মাঝে যে রক্ত প্রকাশ পায় তা হল ইস্তিহাযা। অনূরূপভাবে হায়েযের সর্বনিম্ন সময়ের চেয়ে কম সময়ের মধ্যে যে রক্ত নির্গত হয়,সেটাও হল ইস্তিহাযা।

হায়েয সম্পর্কিত মাসায়েল

মাসলাঃ - হায়েযের রক্ত বন্ধ হওয়ার পর গোসল করা মুস্তাহাব। (খোলাসা)

মাসলা ঃ - হায়েযের সর্বনিম্ন সময় হল তিনদিন ও তিনরাত এবং সর্বাধিক হল দশদিন দশরাত। (কুতুবে আম্মা)

মাসলা ঃ- সর্বনিম্ন সময় অর্থাৎ , তিনদিন তিনরাত বা ৭২ ঘন্টা হতে এক মিনিট কম হলে তা হায়েয বলে গণ্য হবে না। (বাহারে শরীয়াত ২/৪২ পৃঃ)

হায়েযের রক্তের রং ঃ হায়েযের রক্তের রং হল ছয় প্রকারের। এগুলি হলঃ - লাল,কাল,হলুদ,মাটির বর্ণ,সবুজ এবং ধূসর বর্ণ। (ফাতওয়া আলামগিরী) উক্ত রং সমূহের কোন একটি রং হলেই তা হায়েয বলে গণ্য হবে। (নিহায়া)

মাসলাঃ সাদা রংয়ের যা নির্গত হয় তা হায়েয নয়। (আলামগিরী ১/৩৬ পৃঃ)

মাসলা ঃ দুই হায়েযের মধ্যবর্তী সময় কমপক্ষে পুরো পনেরো দিনের ব্যবধান হওয়া জরুরী। অনুরূপ,নেফাস ও হায়েযের মধ্যেও পনেরো দিনের ব্যবধান হওয়া জরুরী। নেফাস সমাপ্ত হওয়ার পর পনেরো দিনের পূর্বেই যদি রক্ত আসে,তা হলে তা ইস্তিহাযা বলে গণ্য হবে (বাহারে শরীয়াত মাসলা নং ৯)

মাসলা ঃ- যে মহিলার প্রথমবার রক্ত আসে এবং মাস ও বছর যাবৎ নিয়মিত রক্ত নির্গত হতে থাকে, মধ্যবর্তী ১৫ দিনের জন্যও বন্ধ না হয়,তাহলে হুকুম হল যেদিন হতে রক্ত আসা শুরু হয়েছে ঐ দিন হতে ১০ দিন হবে হায়েয এবং বাকী ২০ দিন ইস্তিহাজা গণ্য হবে। যতদিন রক্ত নির্গত হবে,এভাবেই হিসাব কষে নিতে হবে। (বাহারে শরীয়াত মাসলা নং ১৪)

মাসলা ঃ - কোন মহিলার তিন দিন রক্ত এসে বন্ধ হয়ে যায়,কিন্তু তার আদত ছিল ঐ দিনের অধিক , তিনদিন তিনরাত্রীর পর সাদা স্রাব বাকী দিনগুলিতে আসে,তাহলে শুধুমাত্র প্রথম তিনদিন তিনরাত হায়েয বলে ধর্তব্য হবে এবং তার আদত পরিবর্তীত হয়েছে। (বাহারে শরীয়াত,মাসলা নং ২৪)

নিফাস সম্পর্কিত মাসায়েল

মাসলা ঃ - নিফাসের নিম্ন কোন সময় নির্দিষ্ট নেই। বাচ্চা অর্ধাংশ বের হওয়ার পর থেকে নিয়ে এক মূহূর্ত পর্যন্তও যদি রক্ত আসে তাহলে তা নিফাসে গণ্য। আর অধিক হতে অধিক দিন হল চল্লিশ দিন রাত। (ফাতওয়ায়ে আলামগিরী ১/৩৭ পৃঃ,বাহারে শরীয়াত মাসলা নং ১)

মাসলা ঃ- বাচ্চা ভূমিষ্ট হওয়ার পূর্বে যে রক্ত নির্গত হয়, তা নিফাস নয় বরং তা হল ইস্তিহাজা। (বাহারে শরীয়াত নেফাস কা বায়ান,মাসলা নং ৩)

মাসলা ঃ- পেট কেটে বাচ্চা বের করে নিলে সেক্ষেত্রে বাচ্চার অর্ধাংশের আধক বের করার সাথে সাথে নিফাস ধর্তব্য হবে। (আলামগিরী ১/৩৭)

মাসলা ঃ - নিফাসের রক্তের বর্ণ হায়েযের রক্তের ন্যায়।

ওজুর বর্ণনা

সাধারণত ছোট নাপাকী হতে পবিত্রতা হাসিলের জন্য শরীরের কতিপয় নির্দিষ্ট অঙ্গকে ধৌত করা ও মাথা মাসাহ করাকে ওজু বলা হয়।

ওজুর ফজিলাত

হযরাত নু'আইম মুজমির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সঙ্গে মাসজিদের ছাদে উঠলাম । অতঃপর তিনি ওযু করে বললেন ঃ আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কে ইরশাদ করতে শুনেছি, 'ক্বীয়ামতের দিন আমার উম্মাতকে এমন অবস্থায় আহ্বান করা হবে যে, ওযুর প্রভাবে তাদের হাত-পা ও মুখমন্ডল উজ্জ্বল থাকবে। তাই তোমাদের মধ্যে যে এ উজ্জ্বলতা বাড়িয়ে নিতে পারবে, সে যেন তা করে।' (মুসলিম ২/ ১২ ,হাদিস ২৪৬,আহমাদ ৯২০৬)

ওজুর ফরয সমূহ

ওজুর ফরয হল চারটি । এগুলি হল যথাক্রমে:- ১. মুখ মন্ডল ধৌত করা অর্থাৎ মাথার গোড়া যেখান থেকে চুল জন্মায় সেখান থেকে শুরু করে থুঁতনী পর্যন্ত এবং এক কান থেকে অন্য কান পর্যন্ত মুখের চামড়ার প্রতিটি অংশ ধৌত করা,২. উভয় হাত কনুই সহ ধৌত করা,৩. মাথার এক চতুর্থাংশ একবার মাসাহ করা ৪. উভয় পা গিরা সহ একবার ধৌত করা ।

নাকে রিং বা বালি পরে থাকলে কি করবে ?

মাসলা ঃ-নাকের মধ্যে রিং জাতীয় কোন গহনা পরে থাকলে, তা হিলিয়ে নাকের ছিদ্রে পানি প্রবেশ করানো হল ফরয, যদি খুবই টাইট হয় তাহলে তা হেলানো চেষ্টা করতে হবে। (বাহারে শরীয়াত)

নখ বড় থাকলে কাটা জরুরী

মাসলা ঃ- নখ বড় হওয়ার জন্য পানি পুরো আঙ্গুলে পৌঁছাতে পারে না ,আর পুরো হাত কনুই সমেত ধৌত করা হল ফরয,সুতরাং বড়ের নখের জন্য যদি পানি আঙ্গুলে পৌঁছাতে না পারে তাহলে ওজুর ফরয আদায় হয় না। এছাড়া লম্বা নখ হল শয়তানের বসার স্থান সুতরাং, লম্বা নখ কাটা হল জরুরী । (শারহে নুরুল ইযা)

নেল পালিশ লাগালে ওযু হবে না

নখের উপর নেল পালিশ লাগালে ওযু হবে না। কারণ,নেল পালিশ নখের উপর জমে যায় যার কারণে তার তলদেশে পানি পৌঁছাতে দেয় না । আর ওযুর জন্য কনুই সমেত হাত ধৌত করা হল ফরয , এর সামান্য অংশ যদি পানি পৌঁছানো হতে বিরত থাকে, তাহলে ওযুর ফরয আদায় হবে না। যে কারণে নেল পালিশে দ্বারা ওযুর পানি না পৌছানোর কারণে ওযুর ফরয আদায় হবে না। অনুরুপ পায়ের আঙ্গুলের জন্যও একই হুকুম। (বাহারে শরীয়াত)

লিপিষ্টিকের হুকুম

মাসলা ঃ- লিপষ্টিক লাগানো থাকলে তা ছাড়িয়ে নামায আদায় করতে হবে , কারণ লিপিষ্টিক লাগিয়ে নামায আদায় করা হল মাকরুহ। (ফাতওয়া নইমিয়া ২১ পৃঃ)

আংটির মাসলাঃ

আঙ্গুলে পরিধেয় আংটি যদি খুবই টাইট হয় তাহলে,সেটি খুলে আঙ্গুল ধোওয়া হল ফরয,আর যদি আলগা থাকে তাহলে সেটি ঘুরিয়ে তলদেশে পানি পৌঁছাতে হবে। কঙ্কন ও চুড়ির জন্যও হুকুম হল অনুরূপ (বাহারে শরীয়াত)

ওজুর সুন্নাত সমুহ

১.আল্লাহর হুকুম পালন করার নিয়াতে ওজু করা,২. বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু করা,৩.দু হাত কব্জী পর্যন্ত তিনবাব ধৌত করা,৪.দাঁতন করা, ৫.ডান হাত দ্বারা তিনবার কুল্লি করা,৬.ডান হাত দ্বারা তিনবার নাকে পানি দেওয়া,৭.বাম হাত দ্বারা নাক পরিষ্কার করা ৮.দাঁড়ি আঙ্গুল দ্বারা খিলাল করা ৯.হাত পায়ের আঙ্গুল সমূহ খিলাল করা,১০.প্রত্যেক অঙ্গ তিনবার ধৌত করা,১১.পূর্ণমাথা একবার মাসাহ করা,১২.ধারাবাহিক ভাবে ওজু করা,১৩.কান মাসাহ করা,১৪.দাঁড়ির যে অংশ মুখমন্ডলের নিচের ভাগে থাকে তার উপর ভিজে হাত ফিরানো,১৫.অযথা সময় নষ্ট না করা,অর্থাৎ এক অঙ্গ শুকাতে না শুকাতে অন্য অঙ্গ ধৌত করা।

ওজুর নিয়মাবলী

ওজু করার পূর্বে নিয়াত করে ক্বীবলামুখী হয়ে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম বলে উভয় হাত কব্জী পর্যন্ত ধৌত করতে হবে। ডান হাত দ্বারা ভালভাবে মিসওয়াক করে তিনবার কুল্লি করতে হবে এমনভাবে যে, পানি গলা পর্যন্ত এবং দাতের গোড়া ও জিভের নিচে পর্যন্ত পৌছায়। দাঁত বা অন্যত্র যদি কোন কিছু আটকে থাকে তবে বের করে নিতে হবে।

অত:পর ডান হাত দ্বারা তিনবার নাকে পানি এমন ভাবে দিতে হবে যেন নাকের হাড় পর্যন্ত পানি পৌছায় এরপর বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুল নাকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়ে নাক পরিষ্কার করতে হবে। এরপর দুহাতে পানি নিয়ে মুখমন্ডল এমনভাবে ধুতে হবে যেন চুল গজানোর স্থান থেকে থুতনী পর্যন্ত এবং ডান কানের লতি থেকে বাম কানের লতি পর্যন্ত. কোন স্থান অবশিষ্ট না থাকে। নাকের মধ্যে কোন রিং জাতীয় গহনা পরিধান করে থাকলে তা হেলাতে হবে যে নাকের ছিদ্রে পানি প্রবেশ করে । এরপর কনুই সহ উভয় হাত তিনবার ধৌত করতে হবে। এরপর মাথাতে একবার মাসাহ এরূপ ভাবে করতে হবে যে, প্রথমে উভয় হাত ভিজিয়ে বৃদ্ধাঙ্গুলি ও শাহাদাত আঙ্গুল বাদ দিয়ে উভয় হাতেব অবশিষ্ট আঙ্গুল গুলি পরস্পর নখের সাথে মিলিয়ে এবং ঐ ছয় আঙ্গুলের পেটের অগ্রভাগ মাথার উপর রেখে পিছনের দিকে ঘাড় পর্যন্ত এমনভাবে নিয়ে যাবে যেন উভয় হাত মাথার দিকে পূনরায় এমনভাবে ফিরিয়ে আনতে হবে যেন উভয় হাতের তালু দ্বারা মাথার দু পার্শ্বে লাগে। এরপর শাহাদাত আঙ্গুলের পেট দ্বারা কানের ভিতরাংশ এবং বৃদ্ধাঙ্গুলির পেট দ্বারা কানের বাহির অংশ মাসাহ করবে। উভয় হাতের আঙ্গুল সমূহের পিঠ দ্বারা ঘাড মাসাহ করবে। তবে হাত যেন গলা পর্যন্ত না য়ায় কারণ গলা মাসাহ করা মাকরুহ। এরপর ডান পায়ের আঙ্গুল থেকে শুরু করে গিরার উপরিভাগ পর্যন্ত ধৌত করবে এবং সাথে সাথে পায়ের আঙ্গুলগুলি খিলাল করতে হবে।

মাসলাঃ- মাথা হতে ঝুলন্ত চুলে মাসাহ করলে মাসাহ হবে না। (বাহারে শরীয়াত জিল্দ ১ , ২য় খন্ড, ৯ পৃঃ)

ওযুর বিভিন্ন দোআ সমূহ

ওযু শুরু করার সময় পড়বার দোয়া

بِسْمِ اللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى دِيْنِ الْاِسْلَامِ

উচ্চারণ:- বিসমিল্লাহিল্ আলিইল্ আযিম আলহামদু লিল্লাহি আলা দীনিল ইসলাম ।

ওযুর নিয়াত

نَوَيْتُ اَنْ اَتَوَضَّاءَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ وَ اِسْتِبَاحَةِ الصَّلٰوة
وَ تَقَرُّباً اِلَى اللّٰهِ تَعالٰى

উচ্চারণ:- নাওয়াইতু আন আতা ওয়াজ্জা লি রাফাইল হাদাসি ওয়া ইসতে বাহাতিস সালাতি ওয়া তাককারুবান ইলাল্লাহি তায়ালা ।

ওযু করার সময় পড়ার দোআ

কুল্লি করার সময় পড়ার দোআ

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّى عَلٰى تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَ ذِكْرِكَ وَ شُكْرِكَ
وَ حُسْنِ عِبَادَتِكَ

উচ্চারণ:-আল্লাহুম্মা আইন্নি আলা তিলায়াতিল কুরআনি ও যিকরিকা ও শুকরিকা ও হুসনি ইবাদাতিকা।

নাকে পানি দেবার সময় পড়ার দোআ

اَللّٰهُمَّ اَرِحْنِىْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَ لَا تُرِحْنِى رَائِحَةَ النَّارِ

উচ্চারণ:-আল্লাহুম্মা আরিহনি রায়িহাতাল জান্নাতা ও লা তুরিহনি রায়িহাতান ন্যার।

মুখ ধোবার সময় পড়ার দোআ

اَللّٰهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِى يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّ تَسْوَدُّ وُجُوْهٌ

উচ্চারণ:-আল্লাহুম্মা বাইয়িদ ওজহি ইয়াওমা তাবয়াদ্দু ওজুহু ও তাসওয়াদ্দু ওজহু।

ডান হাত ধোবার সময় পড়ার দোআ

اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِى كِتَابِىْ بِيَمِيْنِى وَ حَاسِبْنِى حِسَابًا يَّسِيْرًا

উচ্চারণ:-আল্লাহুম্মা আতিনি কিতাবি বিইয়ামিনি ওয়া হাসিবনি হিসাবা-ইয়াসিরা ।

বাম হাত ধোবার সময় পড়ার দোআ

اَللّٰهُمَّ لَا تُعْطِنِي كِتَابِيْ بِشِمَالِيْ وَ لَا مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِيْ

উচ্চারণ:-আল্লাহুম্মা লা তুতিনি কিতাবি বিশিমালি ও লা মিন ওরায়ে যাহরী।

মাথা মাসেহ করার সময় পড়ার দোআ

اَللّٰهُمَّ اَظِلَّنِيْ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا عَرْشِكَ

উচ্চারণ:-আল্লাহুম্মা আযিল্লানি তাহতা যিল্লী আরশিক ইয়াওমা লা যিল্লি ইল্লা আরশিকা।

কান মাসেহ করার সময় পড়ার দোআ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهُ

উচ্চারণ:-আল্লাহুম্মা আজআলনি মিনাল লাযিনা ইয়াসতামিউনাল কাওলা ফা ইয়াত্তাবিউনা আহসানাহু।

ঘাড় মাসেহ করার সময় পড়ার দোআ

اَللّٰهُمَّ اَعْتِقْ رَقَبَتِيْ مِنَ النَّارِ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আতিক রাকবাতি মিনান ন্যার।

ডান পা ধোবার সময় পড়ার দোআ

اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمِيْ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ الْاَقْدَامُ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা সাব্বিত ক্বাদিমী আলাস্সিরাতি ইয়াওমা তাযিল্লীলুল আক্বদামি।

বাম পা ধোবার সময় পড়ার দোআ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ ذَنْبِيْ مَغْفُوْرًا وَّسَعْيِيْ مَشْكُوْرًا وَّتِجَارَتِيْ لَنْ تَبُوْرَ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাজ আল যান্বি মাগফুরান ও সায়ি মাশকুরান ওয়া তিযারাতি লান তাবুরা।

ওযুর শেষে পড়ার দোআ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَ اجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাজ্ আল্নি মিনাত্ ত্বাওয়াবিনা ওয়াজ আলনি মিনাল মুতাত্বাহহিরীন।

মাসলা

যাকাতের অর্থ কাফের ,মুশরীক, ওহাবী (দেওবন্দী,জামাতে ইসলামী, গায়ের মুকাল্লিদ),রাফেজী,ক্বাদীয়ানী প্রভৃতি বাতিল সম্প্রদায়দের দেওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এদের কে ঐ অর্থ প্রদান করলে যাকাত অনাদায় থেকে যাবে।

(আহকামে শরীয়াত ২য় খন্ড ১৩৯ পৃ:)

গোসলের বর্ণনা

গোসলের ফরয হল তিনটি। এগুলি হল যথাক্রমে-১.এমন ভাবে কুল্লি করা যেন মুখের প্রতিটি অংশ অর্থাৎ ঠোঁট থেকে গলার মাথা পর্যন্ত পানি প্রবাহিত হয়। ২. নাকে পানি দেওয়া অর্থাৎ নাকের উভয় ছিদ্রে যতদূর নরম অংশ আছে,সেই পর্যন্ত ধৌত করা এবং পানি নাক টেনে উপরে নিয়ে যাওয়া যেন চুল পরিমান অংশ বাকী না থাকে। ৩.সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত হওয়া অর্থাৎ মাথা থেকে পায়ের তলদেশ অবধি চুল পরিমান কোন অংশযেন অধৌত না থাকে।

যে যে কারণে গোসল ফরয হয়

১.বীর্য স্বীয় স্থান থেকে নির্গত হলে,২.স্বপ্নদোষ বা ঘুমন্ত অবস্থাতে বীর্য নির্গত হলে,৩.মহিলার লজ্জাস্থানের মুখের সহিত পুরুষ লিঙ্গের সংশ্রব হলে;এতে উত্তেজনা থাকুক কিংবা না থাকুক,বীর্যপাত হোক কিংবা না হোক,উভয় অবস্থাতেই নারী পুরুষ উভয়ের উপর গোসল ফরয। অনুরুপ ভাবে পুরুষের লিঙ্গ পুরুষ কিংবা মহিলার পিছন ভাগে প্রবেশ করলেও উভয়ের উপর গোসল ফরয হবে। ৪.মহিলাদের হায়েজ(মেন্স) বা ঋতুস্রাব বন্ধ হলে। ৫.নেফাস অর্থাৎ বাচ্চা প্রসবের পর মহিলাদের নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত যে রক্ত ক্ষরণ হয় তা বন্ধ হলে।

গোসলের নিয়মাবলী

গোসলের নিয়াত করে প্রথমে উভয় হাত কব্জী পর্যন্ত তিনবার ধৌত করতে হবে। অত:পর ইস্তিঞ্জার স্থান ধৌত করতে হবে,তাতে নাপাকী লেগে থাকুক কিংবা না থাকুক। আর যদি কোথাও কোন নাপাকী লেগে থাকে তা হলে ধুয়ে ফেলতে হবে। অত:পর নামাযের মতো ওজু করতে হবে। কিন্তু পাধুতে হবে না। তবে যদি চৌপায়া খাট কিংবা পাথরের উপরে দাঁড়িয়ে গোসল করা হয় ,তাহলে পা ধুয়ে নিতে হবে তার পর পানি সমস্ত শরীবে তেলের মত ছিটিয়ে দেবে এরূপ ভাবে তিনবার ডান কাঁধে, তিনবার বাম কাঁধে এবং তিনবার মাথায় এবং সমস্ত শরীরে

পানি প্রবাহিত করতে হবে। অত:পর গোসলের স্থান থেকে একটু সরে দাঁড়াতে হবে এবং পূর্বে পা না ধুয়ে থাকলে ধুয়ে নেবে। অত:পর সমস্ত শরীর হাত দ্বারা মর্দন করবে।

গোসলের সময় যা যা করা চলে না

১.কোনরূপ কথাবার্তা বলা,২.কোনরূপ দুআ বা দরুদ শরীফ পাঠ করা,৩.ক্বিবলামুখী হওয়া, ৪.সারা শরীরের চুল পরিমান অংশ অধৌত রাখা।

তায়াম্মুমের বর্ণনা

'তায়াম্মুম' অভিধানে কসদ বা নিয়াত করাকে বোঝায়। শরীয়তের দৃষ্টিতে দুইবার 'জাবার ' বা হাত মারাকে বোঝায়।প্রথমবার চেহারার জন্য এবং দ্বিতীয়বার কনুই সমেত উভয় হাতের জন্য।

পানি ব্যবহারে সম্পূর্ন অপারগ হলে তখন ওযু ও গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুমের হুকুম শরীয়ত দিয়েছে।

তায়াম্মুমের ফরয সমূহ

১.নিয়াত করা ২. সমস্ত মুখমন্ডলে একবার হাত বুলানো,৩. কনুই সমেত দুই হাতের উপর এমনভাবে হাত বুলানো যে চুল পরিমান অংশ যেন বাকী না পড়ে।

তায়াম্মুম করার নিয়ম

তায়াম্মুমের নিয়াতে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম পাঠ করে মাটি জাতীয় . পবিত্র জিনিসের উপর উভয় হাত মেরে উঠাবে। যদি অধিক ধুলি বালি লাগে তাহলে হাত ঝেড়ে নিয়ে সমস্ত মুখ মন্ডল মাসাহ করবে। পুনরায় দ্বিতীয়বার অনুরূপ হাত মারবে এবং নখ থেকে শুরু করে কনুই সমেত উভয় হাত মাসাহ করতে হবে । খেয়াল রাখতে হবে যেন মাসাহ করার ক্ষেত্রে চুল পরিমান অংশও যেন বাদ না পড়ে।

তায়াম্মুমের নিয়াত

نَوَيْتُ اَنْ اَتَوَمَّمَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ وَ اِسْتِبَاحَةِ الصَّلٰوةِ وَ تَقَرُّبًا اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى

উচ্চারণ:-নাওয়াইতু আন আতাইয়াম্মামা লি রাফইল হাদাসি ওয়াস্তে বাহাতিস সালাতি তাকার্রুবান ইলাল্লাহি তাআলা।
বাংলা নিয়াত:-আমি পবিত্রতা হাসিল করার নিমিত্তে নামায আদায় ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য তায়াম্মুম করছি।

যে যে বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েজ

তায়াম্মুম ওই সব বস্তু দ্বারা জায়েজ যেগুলি মাটি জাতীয়। আর যে সব বস্তু আগুনে পুড়ে ছাই হয় না বা গলে যায় না কিংবা নরম হয় না সেটাই হচ্ছে মাটি জাতীয় জিনিষ। সুতরাং মাটি ,ধুলা,বালি,চুনা,সুরমা,হরিতাল, গন্ধক,মৃত পাথর অকীক,ফিরোজা.যমরদ ইত্যাদি দ্বারা তায়াম্মুম জায়েজ।

নামাযের ফরয ৭ টি

১.তাকবীর তাহরীমা ২.ক্বিয়াম ৩.ক্বেরাত ৪.রুকু ৫.সিজদাহ ৬.কাদায়ে আখিরা বা শেষ বৈঠক ৭.খুরুজে বিসুনই হি অর্থাৎ সালামের মাধ্যমে নামায শেষ করা।
মাসআলা:-নামাযের ফরয সমূহের মধ্যে কোন একটি ফরয ইচ্ছা কৃত বা ভুলবশত ছুটে গেলে নামায বাতিল হবে।[১]

১.বাহারে শরীয়াত ৪/৪৯

নামাযের ওয়াজিব*

১.তাকবীর তাহরীমার মধ্যে আল্লাহু আকবার বলা.
২.সুরা ফাতিহা সম্পূর্ণ পাঠ করা ,অর্থাৎ উক্ত সুরার একটিও শব্দও যেন বাদ না পড়ে।
৩.সুরা ফাতিহার সহিত সুরা মিলানো,অর্থাৎ সুরা ফাতিহার সহিত অন্য সুরা কিংবা ছোট সুরা মিলানো,
৪.ফরয নামাযের প্রথম দুই রাকায়াতে সুরা ফাতিহার সহিত সুরা মিলানো
৫.নফল,সুন্নাতও বিতরের প্রতি রাকায়াতে সুরা ফাতিহার সহিত সুরা মিলানো,
৬.অন্য সুরার প্রথমে সুরা ফাতিহা পাঠ করা,
৭.সুরার প্রথমে শুধু একবারই সুরা ফাতিহা পাঠ করা ।
৮.সুরা ফাতিহা ও অন্য সুরার মাঝখানে ছেদ না হওয়া।
৯.ক্বেরাতের পর দ্রুত রুকুতে যাওয়া।
১০.কুমা অর্থাৎ রুকু হতে সোজা দাঁড়ানো ।
১১.প্রতি রাকায়াতে শুধু একবারই রুকু করা।
১২.একটি সিজদার পর দ্রুত দ্বিতীয় সিজদা করা এবং উভয় সিজদার মধ্যে কোনো পৃথক রুকুন না হওয়া ।
১৩.জালসা বা উভয় সিজদার মধ্যে সোজা হয়ে বসা ।
১৪.প্রতি রাকায়াতে দুই বারই সিজদা করা
১৫.তাদিলে আরকান অর্থাৎ রুকু, সিজদা কুমা ও জালসার মধ্যে কমপক্ষে একবার সুবহান আল্লাহ বলার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করা।
***এখানে শুধু মহিলাদের জন্য ওয়াজিব বর্ণনা করা হয়েছে।**

১৬.দ্বিতীয় রাকায়াতের পূর্বে কাইদা না করা অর্থাৎ এক রাকায়াতের পর কাইদা না করা এবং দাঁড়িয়ে যাওয়া।
১৭.ক্বাইদা উলা করা যদিও নফল হয় অর্থাৎ দুই রাকায়াত পর ক্বাইদা করা ।
১৮.ক্বাইদা উলা ও ক্বাইদা আখিরার মধ্যে পুরো তাশাহুদ পড়া ।
১৯.ফরয, বিতর ও সুন্নাতে মুয়াক্কাদার ক্বাইদা উলার তাশাহুদের পর অন্য কিছু না পড়া।
২০.চার রাকায়াত নামাযের তৃতীয় রাকায়াতে ক্বাইদা না করা এবং চতুর্থ রাকায়াতের জন্য দাড়িয়ে যাওয়া ।
২১.বিতরের মধ্যে তাকবীর অর্থাৎ আল্লাহু আকবার বলা ।
২২.বিতরের মধ্যে দু আ কুনুত পড়া ।
২৩.আয়াতে সিজদা পড়া হলে সিজদা তেলাওয়াত করা,
২৪.সাহও বা ভুল হলে সিজদা সাহও করা ,
২৫.প্রতিটি ফরয ও প্রতিটি ওয়াজিব সঠিক স্থানে হওয়া,
২৬.দুটি ফরয বা দুটি ওয়াজিব কিংবা ওয়াজিব ও ফরযের মধ্যে তিন তাসবিহ পড়ার সময় সমতুল্য বিলম্ব না হওয়া,,
২৭.উভয় সালামে সালাম শব্দ ব্যবহার করা,আলাইকুম বলা ওয়াজিব নয়।

নামাযের সুন্নাত সমূহ

বিঃ দ্র ঃ- এই পুস্তকটি যেহেতু মহিলাদের নামাযের পদ্ধতির জন্য সেহেতু শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য যা যা সুন্নাত সেগুলি আলোচনা করা হল।

তাকবীর তাহরীমা

১.তাকবীর তাহরীমা আস্তে বলা, যেন শুধু নিজেই শুনতে পাওয়া যায়। (নুরুল ইযা)
২. তাকবীর তাহরীমার জন্য হাত উঠানো,
৩. তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠানো (তাবরানী কাবীর ২২ঃ১৯
৪.তাকবীর তাহরীমা বলার সময় দুই পায়ের মধ্যে চার আঙ্গুল পরিমান দুরত্ব রাখা। (ফাতওয়া রেজবীয়া ৬/১৫৫,বাহারে শরীয়াত ৩/৩৫)
৫. হাতের আঙ্গুল সমূহ স্বাভাবিক ভাবে রাখা,অর্থাৎ একবারে ফাঁকা বা মিলিত না রাখা,
৬.হাত উঠানোর সময় হাতের তালু বা আঙ্গুল সমূহ কিবলার দিকে রাখা,
৭.তাকবীর তাহরীমার সময় মাথা না ঝুকানো,
৮.তাকবীর বলার সাথে সাথেই হাত বেঁধে নেওয়া।
বি:দ্র:-অনেকে তাকবীর বলার পর হাত ঝুলিয়ে দেয় এবং তারপর বাঁধে এরূপ করা খেলাফে সুন্নাত।

ক্বিয়ামের সময় সুন্নাত

৯. মহিলারা বাম হাতের তালু সিনার একটু নিচে রেখে তার পিঠের উপর ডান হাতের তালু রাখবে।

১০ক্বীয়ামের সময় দৃষ্টি সাজদার স্থানে রাখা,আর এরূপ হল মুস্তাহাব।
১১.প্রথমে সানা পাঠ তারপর তাউযু এবং তারপর তাসমিয়া পাঠ করা।
১২.সানা,তাউযু ও তাসমিয়া পরস্পর পড়া।
১৩.প্রথম তাকবীরে সানা পড়া।
১৪.তাউযু শুধুমাত্র প্রথম রাকায়াতে পড়া।

ক্বেরাত

১৫. মহিলাদের জন্য সুন্নাত হল সকল নামাযেই ক্বেরাত আস্তে করা। আস্তে পড়ার অর্থ হল যেন শুধুই নিজেই শুনতে পায়। (আলমগিরী)
মাসলা ঃ নামায ছাড়াও অন্য কোন স্থানে তেলায়াৎ করার জন্য এমন আওয়াজ হওয়া যেন শুধু নিজেই শুনতে পাওয়া যায়। (আলমগিরী)
মাসলা ঃ- ফরয নামাযের দুই রাকায়াতে,বিতর,সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ, সুন্নাতে গায়ের মুয়াক্কাদাহ এবং নফলের সমস্ত রাকায়াতেই সাধারণত একটি আয়াত তেলায়াত করা হল ফরয,সুরা ফাতেহার সহিত একটি ছোট সুরা কিংবা সমপরিমান আয়াত মেলানো হল ওয়াজিব। (বাহারে শরীয়াত ৩/৩৯ পৃঃ)

রুকুর সুন্নাত সমূহ

১৪.রুকুর জন্য আল্লাহু আকবার বলা ।
১৫.রুকুতে তিনবার 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম' বলা।
১৬. মহিলারা রুকুতে সামান্য ঝুকবে অর্থাৎ শুধু এতটুকু পরিমান যেন হাত দুটি হাঁটু পরিমান পৌঁছায়।
১৭. পিঠ সোজা না করা।
১৮. হাতের আঙ্গুল সমূহ মিলিয়ে রাখবে এবং পদ যুগল ঝুঁকিয়ে রাখবে

১৯ .এবং হাঁটুর উপর জোর না দেওয়া,বরং শুধুমাত্র হাত রাখা।
২০ . হাঁটু দ্বয় মিলিয়ে রাখা এবং পায়ের আঙ্গুল ক্বীবলার দিকে রাখা হল সুন্নাত। (তাহত্বাবী মারাক্বীল ফালাহ)

হাঁটুদ্বয় মেলানোর সহজ উপায় ঃ

মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত হুযুর আলা হযরাত ইরশাদ করেন ঃ উভয় পায়ের তলা জমে থাকার সাথে সাথে কিঞ্চিত ঝুঁকে থাকলে এমনিতেই উভয় হাঁটু মিলিত হবে। (ফাতওয়া রাজাবীয়া ৬/১৬৯পৃঃ)
হাদিস:-হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা রুকু ও সিজদা পূর্ণ করো । আল্লাহর শপথ আমি তোমাদেরকে পিছন হতে লক্ষ্য করি ।
২১.উওম হল তাকবীর বলা অবস্থায় রুকুতে যাওয়া।

সিজদার সুন্নাত সমূহ

২২.সিজদাতে যাওয়ার সময় এবং সিজদা থেকে উঠার সময় আল্লাহু আকবার বলা।
২৩.সিজদাতে কমপক্ষে তিনবার 'সুবহানা রাব্বিয়াল আলা' বলা।
২৪.সিজদাতে হাতের তালু জমিনের উপর রাখা।
২৫.হাতের আঙ্গুল মিলিয়ে ক্বিবলার দিকে রাখা।
২৬.সিজদাতে যাবার সময় প্রথমে উভয় হাঁটু জমিনের উপর রাখা, তারপর হাত,তারপর নাক এবং তারপর কপাল রাখা। সিজদা হতে উঠার সময় এর বিপরীত করা অর্থাৎ প্রথমে ক পাল,তারপর নাক,তারপর হাত এবং তারপর হাঁটু জমিন থেকে উঠানো। (আলমগিরী)

৩০.মহিলারা কুঞ্চিত হয়ে সিজদা করবে এইভাবে বাহু পার্শ্বের সাথে মিলিয়ে রাখবে এবং পেট উরুর সাথে,উরু গোড়ালির সাথে এবং গোড়ালি জমিনের সাথে লেপটিয়ে সিজদা করবে।
৩১.মহিলারা সিজদার সময় উভয় পা ডানদিকে বের করে রাখবে।

কায়দা বা বসার সময় সুন্নাত

৩২ .মহিলারা কায়দা বা বসার সময় উভয় পাদ্বয় ডানদিকে বের করে রাখবে। বাম পাশের নিতম্বের উপর বসবে।
৩৩. ডান হাত ডান রানের উপর ও বাম হাত বাম রানের উপর এমনভাবে রাখবে যেন উভয় হাত হাঁটু সন্নিকটে থাকে। আঙ্গুল সমূহকে স্বাভাবিক রাখবে।

তাশাহহুদ বা আত্তাহিয়্যাতু তে করণীয়

৩৪.আত্তাহিয়াতু পড়ার সময় শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা এরূপ পদ্ধতিতে করা,বৃদ্ধাঙ্গুলি ও আশে পাশের আঙ্গুল বন্ধ করে মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা বৃত্ত বানিয়ে আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লালাহর 'লা' অক্ষরে শাহাদাত আঙ্গুল উপরে উঠাতে হবে আর ইল্লাল্লাহ বলার সময় নামাতে হবে এবং সাথে সাথে অন্যান্য আঙ্গুল সোজা করতে হবে।
৩৭.শেষ বৈঠকেও অনুরূপ করা।

সালাম ফিরানোর সময় সুন্নাত

৩৮.আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলে সালাম ফিরানো।
৩৯.প্রথমে ডানদিকে ও পরে বাম দিকে সালাম ফিরানো।

কতিপয় প্রয়োজনীয় সুরা

আল -ফাতিহা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
﴿اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ○
اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ○ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ○
صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ○﴾

উচ্চারণ:- বিস্‌মিল্লাহির্ রাহ্‌মানির্ রাহিম
আল্‌হামদু লিল্লাহি রাব্বীল্ আলামীন। আ র্‌রাহ্‌মানির রাহীম। মা-লিকী ইয়াউ মিদ্দীন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈন। ইহ্‌দিনাস্-সিরাত্বাল্ মুসতাক্বীম, সিরাত্বাল্ লাযিনা আন্-আ'ম্‌তা আলাইহিম। গাই রিল মাগ্‌দুবি আলাইহিম্ ওয়ালাদ্-দ্বা-ল্লী-ন। (আমীন) ***

অর্থ:-সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য,যিনি মালিক সমস্ত জগদ্ব বাসীর। পরম দয়ালু করুণাময়। প্রতিদান দিবসের মালিক। আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদেরকে সোজা পথে পরিচালিত করো । তাদেরই পথে,যাঁদের উপর তুমি অনুগ্রহ করেছো। তাদের পথে নয়,যাদের উপর গযব নিপাতিত হয়েছে এবং পথভ্রষ্টদের পথেও নয়।

***-আরবী অক্ষরের উচ্চারণ বাংলা ভাষায় সঠিক ভাবে করা অসম্ভব। যে কারণে পাঠকদের নিকট আবেদন যে,তারা এই সকল সুরা গুলি মুখস্ত করার পর যেন কোন উপযুক্ত সুন্নী আলেমের নিকট শুদ্ধ করে নেয়।

সুরা ক্বদর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝١ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝٢
لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۙ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ۝٣ تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ
فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ۝٤ سَلٰمٌ ۛ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝٥

উচ্চারণ:- বিস্‌মিল্লাহির্ রাহ্‌মানির্ রাহিম

ইন্না আন্‌জালনাহু ফি লাইলীতিল ক্বাদরি ওমা আদরাকা মা লাইলাতুল ক্বাদরি-লাইলাতুল ক্বাদরি খায়রুম মিন আলফি শাহরি -তানাজ্জালুল মালাইকাতু ওয়ার রুহ-ফিহা বিইজনি রব্বিহিম মিন কুল্লে আমরিন সালামুন হিয়া হাত্তা মাতলা ইল ফাজরি।

অর্থ:-নিশ্চয় আমি সেটা (অর্থাৎ কুরআন মজিদ কে এক বারেই লাওহ ই মাহফুজ থেকে প্রথম আসমানের প্রতি) ক্বদরের রাতে অবতীর্ণ করেছি। এবং আপনি কি জানেন ক্বদর রাত্রি কি। ক্বদরের রাত হাজার মাস থেকে উত্তম। এতে ফিরিশতাগণ ও জিব্রাইল (আলায়হি ওয়া সাল্লাম)অবতীণ হয়ে থাকে।

সুরা আসর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْعَصْرِ ۝١ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۝٢ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝٣

বিস্‌মিল্লাহির্ রাহ্‌মানির্ রাহিম

উচ্চারণ:-অল আসরি ইন্নাল্ ইনসানা লাফী খুসরি। ইল্লাল্‌লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস স্বালিহাতি অতাওয়া স্বাও বিল হাক্কি ওয়া তাওয়া স্বাওবিস স্বাবরি।

অর্থ:-ঐ মাহবুবের যুগের শপথ। নিশ্চয় মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।কিন্তু যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে ও একে অপরকে সত্যের জন্য জোর দিয়েছে এবং অপরকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দিয়েছে।

আল-ফীল

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ۝١ اَلَمْ يَجْعَلْ
كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ ۝٢ وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ۝٣
تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ۝٤ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ۝٥

উচ্চারণ:-আলামতারা কাইফা ফাআণলা রাব্বুকা বি আসহাবিল ফীল। আলাম ইয়াজ-আল কাইদাহুম ফি তাদলীল । ওয়া আরসালা আলাইহিম তাইরান আবাবীল। তারমিহিম বিহিজা রাতিম্মিন সিজ্জিল ফাযাণআলাহুম কাআসফিম মা'কুল।

অর্থ:-হে মাহবুব ! আপনি কী দেখেননি ,আপনার প্রতিপালক ঐ হস্তি আরোহী বাহিনীর কী অবস্থা করেছেন. তাদের চক্রান্তগুলোকে কী ধংসের মধ্যে নিক্ষেপ করেননি। এবং তাদের উপর পাখির ঝাঁক সমূহ প্রেরন করেছেন,যে গুলো তাদেরকে কংকর পাথর দিয়ে মারছিলো।অত:পর তাদের কে চর্বিত ক্ষেতের পল্লবের মতো করেছেন।

আল-কুরাইশ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۝١ اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ۝٢
فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ۝٣ الَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ
جُوْعٍ ۙ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۝٤

বিস্‌মিল্লাহির্ রাহ্‌মানির্ রাহিম

উচ্চারণ:-লি ইলাফি কুরাইশন,ইলাফিহিম রিহ্‌লাতাশ্ শিতাই ওয়াস্ সাইফি। ফাল্‌ইয়াণবুদু রাব্বা হাযাল বাইতা আল্লাযী আত আমাহুম মিন্ যুঈ। ওয়া আমানাহুম্ মিন্ খওফ।

অর্থ:- এ জন্য যে,কুরাইশকে আকর্ষন প্রদান করেছেন,তাদের শীতকাল ও গ্রীষ্মকাল উভয়ের সফরের মধ্যে আকর্ষন প্রদান করেছেন। সুতরাং তাদের উচিৎ যেন তারা এ ঘরের প্রতিপালকের ইবাদত করে, যিনি তাদের কে ক্ষুধার্ত অবস্থায় আহার দিয়েছেন এবং তাদেরকে এক বড় ভয় থেকে নিরাপত্তা দান করেছেন।

আল-মাউন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَرَءَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ۝١ فَذٰلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ
الْيَتِيْمَ ۝٢ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۝٣ فَوَيْلٌ
لِّلْمُصَلِّيْنَ ۝٤ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۝٥
الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ۝٦ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ۝٧

উচ্চারণ: বিস্‌মিল্লাহির্ রাহ্‌মানির্ রাহিম

-আরা আইতাল্লাযী ইউকায্‌যিবু বিদ্দীন ফাযালিকাল্ লাযি ইয়াদুউল ইয়াতীম। ওয়ালা ইয়া হুদ্দু আলা ত্বামিল মিসকীন। ফাওয়াই লুল্লিল্-মুসাল্লীন। আল্লাযি নাহুম আনসালাতিহিম সাহুনা। আল্লাযীনা হুম ইউরাউন। ওয়া ইয়ামনাউনাল মাউন।

অর্থ:-আচ্ছা,দেখুন তো । যে ধর্ম কে অস্বীকার করে , সুতরাং সে হচ্ছে ঐ ব্যক্তি , যে এতিমকে ধাক্কা দেয় এবং মিসকীনকে আহার দেওয়ার প্রেরনা প্রদান করে না। সুতরাং ঐ নামাযীদের জন্য অনিষ্ট রয়েছে. যারা আপন নামায থেকে ভুলে বসেছে.ঐ সব ব্যক্তি যারা লোক দেখানো (ইবাদত) করে,এবং প্রয়োজনীয় ছোট খাট সামগ্রী চাইলে দেয় না ।

আল-কাউসার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ۝١ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝٢
اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ۝٣

উচ্চারণ:- বিস্‌মিল্লাহির্ রাহ্‌মানির্ রাহিম

ইন্না আ ত্বাইনা কাল-কাউসার। ফাসাল্লিলি রাব্বিকা ওয়ানহার। ইন্নাশানিয়াকা হুয়াল আবত্তর ।

অর্থ:- হে ,নিশ্চয় আমি আপনাকে অসংখ্য গুণাবলী দান করেছি সুতরাং আপনি আপনার প্রতিপালকের জন্য নামায পড়ুন এবং কুরবানী করুন।নিশ্চয় যে আপনার শত্রু সেই সকল কল্যান থেকে বঞ্চিত।

আল-কাফিরুন

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۝ لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝ وَلَآ
اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۝ وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۝ وَ
لَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۝ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۝

উচ্চারণ:- বিস্‌মিল্লাহির্ রাহ্‌মানির্ রাহিম

কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফেরুন। লা আবুদু মা তাবুদুন। ওয়ালা আন্‌তুম আবিদুনা মা আবুদ। ওয়ালা আনা আবিদুম্ মাআবাত্তুম। ওয়ালা আন্‌তুম আবিদুনা মা আবুদ। লাকুম দ্বীনুকুম ওয়ালিয়াদ্বীন।

অর্থ:- আপনি বলুন,হে কাফিরগণ আমি ইবাদত করিনা যার তোমরা ইবাদত কর। এবং না তোমরা ইবাদত কর যার ইবাদত আমি করি এবং না আমি ইবাদত করব যার ইবাদত তোমরা করেছে। এবং না তোমরা ইবাদত করবে যার ইবাদত আমি করি। তোমাদের দ্বীন তোমাদের এবং আমাদের দ্বীন আমার।

আন্-নাস্‌র

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴿١﴾ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ﴿٢﴾ فَسَبِّحْ
بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿٣﴾

উচ্চারণ: বিস্‌মিল্লাহির্ রাহ্‌মানির্ রাহিম

-ইযাজা আনাস্‌রুল্লাহি ওয়াল ফাতহ্। ওয়ারা আইতান্নাসা ইয়াদখুলুনা ফী দ্বীনিল্লাহি আফওয়াজা,ফাসাব্বিহ বিহাম্‌দি রাব্বিকা ওয়াস্ তাগফিরহ। ইন্নাহু কানা তাউওয়াবা।

অর্থ:-যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে , এবং আপনি লোকদেরকে দেখবেন যে. আল্লাহর দ্বীনে দলে দলে প্রবেশ করছে;অত:পর আপনি প্রতিপালকের প্রশংসাকারী অবস্থায় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর থেকে ক্ষমা চান। নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত তাওবা কবুল কারী।

সুরা লাহাব

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴿١﴾ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴿٢﴾ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ
﴿٣﴾ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴿٤﴾ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ﴿٥﴾

উচ্চারণ: বিস্‌মিল্লাহির্ রাহ্‌মানির্ রাহিম

- -তাব্বাত ইয়াদা আবি লাহাবিওঁ ওয়াতাব্বা। মা আগ্‌না আন্‌হু মা লুহু ওয়ামা কাসাব। সাইয়াস্‌লা নারান্ যাতা লাহাবিওঁ ওয়াম্‌রা আতুহু,হাম্মা লাতাল হাতাবি। ফী- যিদিহা হাব্‌লুম্ মিম্‌মাসাদ।

অর্থ:-ধ্বংস হয়ে যাক আবূ লাহাবের হস্তদ্বয় এবং সে ধ্বংস হয়েই গেছে । তার কোন কাজে আসেনি তার সম্পদ এবং না যা সে উর্পাজন করেছে । এখন প্রবেশ করবে লেলিহান আগুনে -সে এবং তার স্ত্রী ,লাকড়ির বোঝা মাথায় বহন কারীনী,তার গলায় খেজুরের বাকলের রশি।

আল-ইখলাস

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

قُلۡ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ لَمۡ يَلِدۡ ۙ وَلَمۡ يُوۡلَدۡ ۚ
وَلَمۡ يَكُنۡ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۚ

উচ্চারণ: বিস্‌মিল্লাহির্ রাহ্‌মানির্ রাহিম

-কুল্‌হু-অল্লাহু আহাদ। আল্লাহুস্ সামাদ। লাম্ ইয়ালিদ্ ওয়ালাম্ ইউলাদ ,ওয়ালাম্ ইয়া কুল্লাহু কুফুওয়ান্ আহাদ।

অর্থ:- আপনি বলুন, তিনি আল্লাহ , তিনি এক ,আল্লাহ পরমুখাপেক্ষী নন;না কাউকে তিনি জন্ম দিয়েছেন এবং না তিনি কারো থেকে জন্ম গ্রহন করেছেন; এবং না আছে কেউ তাঁর সমকক্ষ হবার।

আল-ফালাক্ব

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ الۡفَلَقِ ۙ مِنۡ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ وَمِنۡ شَرِّ
غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ وَمِنۡ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الۡعُقَدِ ۙ وَمِنۡ
شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۚ

উচ্চারণ: বিস্‌মিল্লাহির্ রাহ্‌মানির্ রাহিম

-কুল্ আউযু বিরাব্বিল্ ফালাক্ব। মিন্ শার্‌রি মা খালাক্ব। ওয়া মিন্ শার্‌রি গাসিক্বিন্ ইযা ওয়াক্বাব। ওয়া মিন শার্‌রিন্ নাফ্‌ফাসাতি ফিল ওয়াক্বাদ। ওয়া মিন শার্‌রি হা-সিদিন্ ইযা হাসাদ।

অর্থ:-আপনি বলুন , আমি তাঁরই আশ্রয় নিচ্ছি , যিনি প্রভাতের সৃষ্টি কর্তা তাঁর সৃষ্টিকুলের অনিষ্ট থেকে , যখন সেটা অস্তমিত হয়,এবং ঐসব নারীব অনিষ্ট থেকে ,যারা গ্রন্থি সমূহে ফুৎকার দেয়,এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে , যখন সে আমার প্রতি হিংসা পরায়ণ হয়।

আন্-নাস

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ مَلِكِ النَّاسِ ۙ اِلٰهِ
النَّاسِ ۙ مِنۡ شَرِّ الۡوَسۡوَاسِ ۙ الۡخَنَّاسِ ۙ الَّذِىۡ
يُوَسۡوِسُ فِىۡ صُدُوۡرِ النَّاسِ ۙ مِنَ الۡجِنَّةِ وَ النَّاسِ ۚ

উচ্চারণ: বিস্‌মিল্লাহির্ রাহ্‌মানির্ রাহিম

-কুল্ আউযু বি রাব্বিন্নাসি। মালিকিন্নাসি। ইলাহিন্নাস। মিন্ শার্‌রিল ওয়াস্ ওয়াসিল খান্নাস। আল্লাযী ইউওয়াস্ বিসু ফী সুদু রিন্নাসি মিনাল্ জিন্নাতি ওয়ান্নাস।

অর্থ:-আপনি বলুন,আমি তাঁরই আশ্রয়ে এসেছি,যিনি সকল মানুষের প্রতিপালক,সকল মানুষের বাদশাহ,সকল লোকের খোদা। তারই অনিষ্ট থেকে, যে অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয় এবং আত্ম গোপন করে,যে মানুষের অন্তর সমূহে কু-প্ররোচনা ঢালে,জ্বীন ও মানুষ।

আয়াতুল কুরসী

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ ۚ لَا تَاۡخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا
نَوۡمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الۡاَرۡضِ ؕ مَنۡ ذَا الَّذِیۡ
یَشۡفَعُ عِنۡدَهٗۤ اِلَّا بِاِذۡنِهٖ ؕ یَعۡلَمُ مَا بَیۡنَ اَیۡدِیۡهِمۡ وَ مَا
خَلۡفَهُمۡ ۚ وَ لَا یُحِیۡطُوۡنَ بِشَیۡءٍ مِّنۡ عِلۡمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ
وَسِعَ کُرۡسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ ۚ وَ لَا یَـُٔوۡدُهٗ حِفۡظُهُمَا ۚ وَ
هُوَ الۡعَلِیُّ الۡعَظِیۡمُ ﴿۲۵۵﴾

উচ্চারণ:-

বিসমিল্লাহির্ রাহমানির রাহিম্

আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু অল্ হাইউল ক্বাইউম লা তা খুযুহু সিনাতুওঁ ওয়া লা নাউম । লা হু মা ফিস সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল্ আরদি মান্ যাল্ লাযী ইয়াশ্ফাউ ইনদাহু ইল্লা বি ইযনিহী ইয়ালামু মা বাইনা আইদি হিম ওয়া মা খালফাহুম ওয়া লা ইউহিতুনা বি শাইয়িম্ মিন্ ইলমিহী ইল্লা বিমা শা-আ ওয়া সিয়া কুরসিইউ হুস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদা ওয়া লা ইয়া উদুহু হিফজুহুমা ওয়া হুয়াল আলিইউল আযীম ।

দুয়ায়ে কুনুত

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ
عَلَيْكَ، وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ، وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، وَنَخْلَعُ
وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ، اَللّٰهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ
وَإِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ، وَنَرْجُوْا رَحْمَتَكَ، وَنَخْشٰى عَذَابَكَ إِنَّ
عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ.

উচ্চারণ: -আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতাইনুকা অনাসতাগফিরুকা,অনু মিনু বিকা অনাতাক্কালু আলাইকা,অনুসনী আলাইকাল খাইরা, অনাশকুরুকা অলানাক্ফুরুকা, অনাখলায়ু ও নাত্রুকু ,মাই ইয়াফ্জুরুকা আল্লাহুম্মা ইয়াকানাবুদু ,অলাকানুসল্লি,অনাস্জুদু, অইলাইকা নাস্আ ,অনাহ্ফিদু,অনারজু রাহমাতাকা অনাখ্শা আযাবাকা, ইন্না আযাবাকা বিলকুফফারি মুলহিক্।

মহিলাদের নামায আদায়ের পদ্ধতি

প্রথম ধাপ:-নামাযের সময় হলে পূর্বে বর্ণিত নিয়মানুসারে সর্বশরীর পাক করে পাক কাপড় পরিধান করতে হবে। গোসল ফরয হলে গোসল করবে নতুবা ওজু করে পাক জায়গায় ক্বিবলার দিকে মুখ করে নম্রভাবে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে .। উভয় পায়ের মধ্যভাগে যেন চার আঙ্গুল দুরুত্ব পরিমান ফাঁক থাকে । এখন উভয় হাতকে কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে । এক্ষেত্রে হাতের আঙ্গুল গুলি স্বাভাবিক রাখতে হবে এবং হাতের তালু ক্বিবলার দিকে রেখে দৃষ্টি সিজদার স্থানে নিবন্ধ রাখবে। অত:পর আল্লাহু আকবার বলতে বলতে হাত নিচে নামিয়ে এনে সিনার উপর উভয় হাতকে এভাবে বাঁধবে যেন ডান হাতের তালুর বাম হাতের পিঠের উপর থাকে। অত:পব . সানা পাঠ করতে হবে। সানা হল-

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ وَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَ تَعَالٰى جَدُّكَ

وَ لَا اِلٰهَ غَيْرُكَ

উচ্চারণ:-সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গায়রুকা।

অত:পর তাউযু পড়বে

اَعُوْذُ بِا للّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْم

উচ্চারণ:-আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রজিম।
অত:পর তাসমীয়া পড়বে

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

উচ্চারণ:-বিসমিল্লাহির রাহমা নিররহিম
অনুবাদ:আল্লাহর নামে শুরু যিনি পরম দয়ালু করুণাময়।
অত:পর সুরা ফাতেহা বা আলহামদু সুরা পাঠ করবে এবং এই সুরা শেষে আস্তে আমীন বলবে। অত:পর পূণরায় বিসমিল্লাহ পড়ে কোন একটি সুরা অথবা ছোট তিন আয়াত কিংবা একটি বড় আয়াত যা ছোট তিন আয়াতের সমান তা পড়বে।

দ্বিতীয় ধাপ : রুকু

এবার আল্লাহু আকবার বলে রুকুতে যাবে । মহিলারা রুকুতে সামান্য পরিমাণ ঝুকবে অর্থাৎ ওই পরিমান যেন হাত কোন ভাবে হাঁটুতে পৌঁছে। পিঠকে সোজা করবে না এবং হাঁটুতে ভর দেবে না।হাতের আঙ্গুল মিলিয়ে রাখতে হবে। পা কে ঝুকিয়ে রাখতে হবে এবং দুই হাঁটুকে মিলিয়ে রাখতে হবে ।(বিস্তারিত বুঝতে রুকুর সুন্নাত অংশে দ্রষ্টব্য) দৃষ্টি থাকবে পা দ্বয়ের উপর । এরপর কমপক্ষে তিনবার রুকুর তাসবীহ অর্থাৎ সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম(অর্থ :আমার মর্যাদাবান পরওয়ার দিগারের পবিত্রতা বলতে হবে। তারপর তাসমী অর্থাৎ সামি আল্লাহু লিমান হামিদা (অর্থ:আল্লাহ তাআলা শুনে নিয়েছেন,যে তাঁর প্রশংসা করেছে) বলে একবাবে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। এভাবে দাঁড়ানোকে কুমা বলে। তারপর এরূপ বলতে হবে,আল্লাহুম্মা রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ (অর্থ:হে আল্লাহ ! হে আমার মালিক ,সমস্ত প্রশংসা তোমারই জন্য)এবং এরপর আল্লাহু আকবার বলে সাজদাতে যাবে।

তৃতীয় ধাপ -সাজদা

সিজদার নিয়ম হলো প্রথমে দুই হাঁটু রাখবে তারপর দুই হাতের তালু মাটিতে রেখে ঠিক মধ্যবর্তী স্থানে মাথাকে এরূপ ভাবে রাখতে হবে যেন প্রথমে নাক ও পরে কপাল মাটিতে স্পর্শ করে,আর এটার প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে,যেন নাকের শুধু অগ্রভাগ নয় বরং নাকের হাড্ডি ও কপাল জমীনের উপর ভালভাবে লেগে থাকে। সাজদারত অবস্থায় দৃষ্টি নাকের উপর থাকবে,.মহিলারা কুঞ্চিত হয়ে সাজদা করবে এইভাবে বাহু পার্শ্বের সাথে মিলিয়ে রাখবে এবং পেট উরুর সাথে,উরু গোড়ালির সাথে এবং গোড়ালি জমিনের সাথে লেপটিয়ে সাজদা করবে। এবার কমপক্ষে তিনবার সিজদার তাসবীহ অর্থাৎ সুবহানা রাব্বিয়াল আলা (অর্থ: অতি পবিত্র আমার উচ্চ মর্যাদাশীল প্রতিপালক) পড়তে হবে। অত:পর মাথাকে এভাবে উঠাবে যেন প্রথমে কপাল,অত:পর নাক,অত:পর হাত উঠে। সাজদার সময় উভয় পা ডানদিকে বের করে রাখবে। প্রথম সাজদা হতে উঠার পর বাম পাশের নিতম্বের উপর বসবে। এবং হাতের তালু দ্বয়কে বিছিয়ে রানের উপর হাঁটুর নিকটে এভাবে রাখবে যেন হাত দুটির আঙ্গুলগুলি ক্বীবলার দিকে আর আঙ্গুলগুলির মাথা হাঁটুদ্বয়ের বরাবর থাকে। উভয় সিজদার মাঝখানে বসাকে জালসা বলে। অত:পর সুবহানাল্লাহ বলার সম পরিমান সময় অপেক্ষা করে আল্লাহু আকবার বলে পূর্বের ন্যায় দ্বিতীয় সাজদা করতে হবে। অত:পর হাত দুটিকে দুই হাঁটুর উপর রেখে পাঞ্জার উপর ভর কবে দাঁড়াতে হবে। উঠার সময় একান্ত প্রয়োজন না হলে জমীনে ঠেক লাগাবেনা।। এভাবে এক রাকায়াত পূর্ণ হল।

চতুর্থ ধাপ: দ্বিতীয় রাকায়াত আরাম্ভ

দ্বিতীয় রাকায়াতে বিসমিল্লাহির রাহমানির রহিম পড়ে সুরা ফাতিহা ও এরপর আরেকটি সুরা পাঠ করে পূর্বের ন্যায় রুকু ও সিজদা করবে। দ্বিতীয় সাজদা হতে মাথা উঠানোর পর উভয় পা ডানদিকে বের করে দেবে এবং বাম নিতম্বের উপর বসবে। দুই রাকায়াতের দ্বিতীয় সিজদার পর বসাকে 'কাদা' বলা হয়। এমতাবস্থায় তাশাহুদ পড়তে হয়।

তাশাহুদ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَوَاتُ وَ الطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ

وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُه اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه‘ وَ رَسُوْلُه‘

উচ্চারণ:-আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস সালাওয়াতু ওয়াত তাইয়্যেবাতু আসসালামু আলাইকা আইয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস স্বালেহীন আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু।

অনুবাদ :- সকল মৌখিক,শারিরীক ও আর্থিক ইবাদত আল্লাহর জন্য। হে নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আপনার উপর সালাম ও আল্লাহর রহমত ও বরকত হোক। আমাদের উপর ও আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি আরও সাক্ষী দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই,আরও সাক্ষী দিচ্ছি যে,হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রসুল।

যখন তাশাহুদে 'লা'পর্যন্ত পৌঁছাবে তখন ডান হাতের মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলী দিয়ে বৃত্ত তৈরী করবে আর কনিষ্ঠ ও তার পার্শ্ববর্তী আঙ্গুলকে তালুর সাথে মিলিয়ে ফেলবে এবং 'লা' বলতেই শাহাদাত আঙ্গুল উপরের দিকে উঠাবে,তবে এদিক সেদিক নাড়াচাড়া করবে না। আর 'ইল্লাহ' শব্দটি বলতে বলতে নামিয়ে ফেলবে এবং সাথে সাথে সমস্ত আঙ্গুল পূণরায় সোজা করবে। যদি দুই রাকায়াতের চেয়ে অধিক রাকায়াত পড়তে হয়, তাহলে আল্লাহু আকবার বলে তৃতীয় রাকায়াতের জন্য দাঁড়িয়ে যাবে। যদি তিন বা চার রাকায়াত বিশিষ্ট ফরয নামায হয় তাহলে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকায়াতে ক্বিয়ামে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম পড়ার পর শুধুমাত্র সুরা ফাতিহা অর্থাৎ আলহামদু লিল্লাহ সুরা পাঠ করবে,এরপর অন্য সুরা মিলানোর প্রয়োজন নাই। বাকী অন্যান্য কার্যাবলী বর্ণিত নিয়মানুসারে সম্পন্ন করবে। আর যদি চার রাকায়াত বিশিষ্ট সুন্নাত ও নফল হয় তবে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকায়াতেও সুরা ফাতিহার পর অন্য সুরা মিলাবে। যদি ইমামের পিছনে নামাজ পড়া হয় ,তবে কোন রাকায়াতে ক্বিরাত পড়তে হবে না । এভাবে চার রাকায়াত পূর্ণ করে কাদায়ে আখিরা বা শেষ বৈঠকে তাশাহুদের পর দরুদে ইবরাহীম পড়তে হবে।

দরুদে ইবরাহীম

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

উচ্চারণ:-আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যেদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া আলা আলি সাইয়্যেদিনা মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা সাইয়েদিনা ইবরাহিমা ওয়া আলা আলি সাইয়্যেদিনা ইবরাহিমা ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা সাইয়্যেদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া আলা আলি সাইয়্যেদিনা মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা সাইয়্যেদিনা ইবরাহিমা ওয়া আলা আলি সাইয়্যেদিনা ইবরাহিমা ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ।

অনুবাদ:-হে আল্লাহ ! দরুদ প্রেরণ করো আমাদের সর্দার হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর এবং তাঁর বংশধরের উপর, যেরূপ ভাবে তুমি দরুদ প্রেরণ করেছো হযরত সাইয়্যেদিনা ইবরাহিম আলাইহিস সালামের উপর এবং তাঁর বংশধরের. উপর,নিশ্চয় তুমি সর্বাধিক প্রশংসিত ও সর্বাধিক সম্মানিত। হে আল্লাহ! বরকত অবতীর্ণ করো আমাদের সর্দার হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর এবং তাঁর বংশধরের উপর,যেরূপ ভাবে তুমি বরকত অবতীর্ণ করেছো হযরত সাইয়্যেদিনা

ইবরাহিম আলাইহিস সালামের উপর এবংতাঁর বংশধরের উপর,নিশ্চয় তুমি সর্বাধিক প্রশংসিত ও সর্বাধিক সম্মানিত। অত:পর যে কোন দুআয়ে মাসুরা পড়তে হবে।

দোয়া মাসুরা

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِى وَ لِوَالِدَىَّ وَ لِمَنْ تَوَالِدَ وَ لِجَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ
وَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمَاتِ اَلْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ اِنَّكَ مُجِيْبُ
الدَّعْوَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

উচ্চারণ:-আল্লাহুম্মাগ্ ফিরলী ওয়ালে ওয়ালাদাইয়া ওয়ালে মান তাওয়ালাদা,ওয়ালে জামিইল মুমিনীনা ওয়াল মুমিনাতে,ওয়াল মুসলেমিনা ওয়াল মুসলিমাতে,ওয়াল আহইয়ায়ে মিনহুম ওয়াল আমওয়াতে বে রাহমাতিকা ইয়া আর হামার রাহিমীন।

অর্থ:-হে আল্লাহ! ক্ষমা করো আমাকে , আমার পিতা মাতাকে এবংতাদের দ্বারা যারা জন্ম গ্রহন করেছে ,সমস্ত মুমিন নর ও নারী,মুসলমান নর ও নারী এবং তাদের মধ্যে যারা জীবিত এবং মৃত। নিশ্চয় তুমি দোআ কবুলকারী। তোমারই দয়ায়,হে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

অথবা এই দুয়া পড়লেও চলবে

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ

উচ্চারণ:-আল্লাহুম্মা রাব্বানা আতেনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাঁও ফিল আখিরাতে হাসানাতাঁও ওয়া ক্বিনা আযাবান্নার।

অর্থ:-হে আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যান দান কর এবং দোজখের শাস্তি হতে হেফাজত কর। অত:পর নামায শেষ করার জন্য প্রথমে ডান দিকে মুখ ফিরিয়ে কাঁধের উপর দৃষ্টি রেখে আস সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলতে হবে এবং অনূরূপভাবে বামদিকে মুখ ফিরিয়ে আস সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ বলতে হবে। এইভাবে নামায পরিপূর্ণ হল।

মহিলাদের নামায আদায়ের ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য

পুরুষ ও মহিলাদের নামায প্রায় একই,তবে পদ্ধতিগতভাবে কয়েকটি পার্থক্য রয়েছে। পার্থক্য গুলি হল:-

১.তাকবীর তাহরীমা বা প্রথম তাকবীরের সময় পুরুষরা চাদর ইত্যাদি হতে হাত বের করে কান পর্যন্ত উঠাবে; পক্ষান্তরে মহিলাগণ চাদর ইত্যাদি হতে হাত বের করবেনা । কাপড়ের ভিতরে রেখেই শুধুমাত্র কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে,যেন আঙ্গুলসমূহ কাঁধ বরাবর উঠে। ২.পুরুষেরা তাকবীর তাহরীমা বলে উভয় হাত নাভীর নিচে বাঁধবে,মহিলারা উভয় হাত সিনার উপরে বাঁধবে।

৩.পুরুষদের ন্যায় মহিলারা ডান হাতকে গোলাকৃত বানিয়ে বাম হাতকে শক্ত করে ধরবে না;বরং ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের উপরে

স্বাভাবিক ভাবে রেখে দেবে।

৪.মহিলারা পুরুষদের ন্যায় মাথা ওকোমর সমান রেখে অবনত হবে না; বরং শুধুমাত্র হাত দিয়ে হাঁটু ধরা যায় এতটা পরিমান ঝুকবে।

৫.মহিলারা রুকুর সময় পুরুষদের ন্যায় হাতের আঙ্গুলগুলি ফাঁক ফাঁক করে ধরবে না;বরং মিলিত রেখে হাত হাঁটুর উপরে রাখবে।

৬.মহিলারা রুকুর সময় কনুই পাঁজরের সঙ্গে মিলিত রাখবে;পুরুষদের ন্যায় কনুই ও পাঁজরের মধ্যে ফাঁকা রাখবে না।

৭.মহিলারা সিজদার সময় উভয় হাত যমীনে বিছিয়ে পেট রানের সঙ্গে এবং বাহু বগলের সঙ্গে মিলিত রাখবে।

৮.মহিলারা পুরুষদের ন্যায় সিজদার সময় পায়ের পাতা খাড়া রাখবে না; বরং উভয় পায়ের পাতা ডানদিকে বের করে দিয়ে মাটিতে বিছিয়ে রাখবে।

৯.মহিলারা একেবারে জড়োসড়ো ও সংকুচিত হয়ে সিজদা করবে।

১০.মহিলারা সিজদা থেকে উঠে পুরুষদের ন্যায় পায়ের পাতার উপর বসবে না;বরং বাম নিতম্বের উপর ভর করে বসবে।

১১.মহিলারা ডান পায়ের গোছা বাম পায়ের উপর রাখবে।

১২.মহিলারা ডান পায়ের উরু বাম পায়ের উরুর সাথে মিলিয়ে রাখবে।

১৩.বসা অবস্থায় হাতের আঙ্গুল মিলিত রাখবে।

১৪.মহিলারা সর্বদা আস্তে ক্বেরাত পাঠ করবে।

১৫.মহিলাদের জন্য ফজরের নামায প্রথম ওয়াক্তে অর্থাৎ অন্ধকার থাকতে পড়া মুস্তাহাব।

মাসআলা:মহিলাদের জন্য ঈদ ও জুমার নামায ওয়াজিব নয়।

মাসআলা:পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য মহিলাদের মাসজিদে যাওয়াও নিষিদ্ধ।[১]

১.দুররে মুখতার ১/৩৮০পৃ:,জান্নাতী জেওর ১৮৯পৃ:,বাহারে শরীয়ত ৩/১৩১পৃ:

বিভিন্ন নামাযের নিয়াত সমূহ

ফযরের নামাযের নিয়াত

ফযরের দুই রাকায়াত সুন্নাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الفَجْرِ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى

مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণ:- নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকা'আতাই সালাতিল্ ফাজ্‌রি সুন্নাতা রাসুলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

অনুবাদ:- আমি নিয়াত করছি ফজরের দুই রাকায়াত সুন্নাত নামাযের উদ্দেশ্যে কিবলামুখী হয়ে , আল্লাহু আকবার

ফযরের দুই রাকায়াত ফরয

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الفَجْرِ فَرْضَ اللّٰهِ تَعَالٰى

مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণ:- নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকা'আতাই সালাতিল্ ফাজ্‌রি ফারদ্বিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কাণবাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

অনুবাদ:- আমি নিয়াত করছি ফজরের দুই রাকায়াত ফরয নামাযের উদ্দেশ্যে কিবলামুখী হয়ে , আল্লাহু আকবার।

যোহরের নামাযের নিয়াত

যোহরের চার রাকায়াত সুন্নাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الظُّهْرِ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণ:- নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা আরবায়া রাকাআতি সালাতিজ্ জোহ্রে সুন্নাতা রাসুলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।
অনুবাদ:- আমি নিয়াত করছি যোহরের চার রাকায়াত সুন্নাত নামাযের উদ্দেশ্যে ক্বিবলামুখী হয়ে , আল্লাহু আকবার।

যোহরের চার রাকায়াত ফরয

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الظُّهْرِ فَرْضَ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণ:- নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা আরবায়া রাকাআতি সালাতিজ্ জোহ্রে ফারদ্বাল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।
অনুবাদ:- আমি নিয়াত করছি যোহরের চার রাকায়াত ফরয নামাযের উদ্দেশ্যে ক্বিবলামুখী হয়ে , আল্লাহু আকবার।

যোহরের দুই রাকায়াত সুন্নাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الظُّهْرِ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণ:- নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকা'আতাই সালাতিল্ জোহ্রে সুন্নাতা রাসুলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।
অনুবাদ:- আমি নিয়াত করছি যোহরের দুই রাকায়াত সুন্নাত নামাযের উদ্দেশ্যে ক্বিবলামুখী হয়ে , আল্লাহু আকবার।

যোহরের দুই রাকায়াত নফল

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ النَّفْلِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণ:- নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকা'আতাই সালাতিল্ নাফ্লি মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।
অনুবাদ:- আমি নিয়াত করছি দুই রাকায়াত নফল নামাযের উদ্দেশ্যে ক্বিবলামুখী হয়ে , আল্লাহু আকবার।

আসরের নামাযের নিয়াত

আসরের চার রাকায়াত সুন্নাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ العَصْرِ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণ:- নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা আরবায়া রাকাআতি সালাতিল আস্‌রি সুন্নাতা রাসুলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

অনুবাদ:- আমি নিয়াত করছি আসরের চার রাকায়াত সুন্নাত নামাযের উদ্দেশ্যে ক্বিবলা মুখী হয়ে , আল্লাহু আকবার।

আসরের চার রাকায়াত ফরয

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ العَصْرِ فَرْضَ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণ:- নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা আরবায়া রাকাআতি সালাতিল আস্‌রি ফারদ্বাল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

অনুবাদ:- আমি নিয়াত করছি আসরের চার রাকায়াত ফরয নামাযের উদ্দেশ্যে ক্বিবলামুখী হয়ে , আল্লাহু আকবার।

মাগরিবের নামাযের নিয়াত

মাগরিবের তিন রাকায়াত ফরয

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى ثَلٰثَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ المَغْرِبِ فَرْضَ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণ:- নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা সালাসা রাকাআতি সালাতিল মাগরিবে ফারদ্বাল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

অনুবাদ:-আমি নিয়াত করছি তিন রাকায়াত মাগরিবের ফরয নামাযের ক্বিবলার দিকে মুখ করে আল্লাহু আকবার।

মাগরিবের দুই রাকায়াত সুন্নাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ المَغْرِبِ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণ:- নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকা'আতাহ সালাতিল মাগরিবে সুন্নাতা রাসুলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

অনুবাদ:- আমি নিয়াত করছি মাগরিবের দুই রাকায়াত সুন্নাত নামাযের উদ্দেশ্যে ক্বিবলা মুখী হয়ে ,আল্লাহু আকবার।

মাগরিবের দুই রাকায়াত নফল

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالىٰ رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ النَّفْلِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণ:- নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলারাকা'আতাই সালাতিল্ নাফ্লি মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

অনুবাদ:- আমি নিয়াত করছি দুই রাকায়াত নফল নামাযের উদ্দেশ্যে ক্বিবলা মুখী হয়ে , আল্লাহু আকবার

এশার নামাযের নিয়াত

এশার চার রাকায়াত সুন্নাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالىٰ اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ العِشَاءِ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণ:-নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা আরবায়া রাকাআতি সালাতিল ইশায়ী সুন্নাতা রাসুলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

অনুবাদ:- আমি নিয়াত করছি এশার চার রাকায়াত সুন্নাত নামাযের উদ্দেশ্যে ক্বিবলামুখী হয়ে , আল্লাহু আকবার।

এশার চার রাকায়াত ফরয

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالىٰ اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ العِشَاء فَرْضَ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণ:-নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা আরবায়া রাকাআতি সালাতিল ইশায়ী ফারদ্বাল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

অনুবাদ:- আমি নিয়াত করছি এশার চার রাকায়াত ফরয নামাযের উদ্দেশ্যে ক্বিবলামুখী হয়ে , আল্লাহু আকবার।

এশার দুই রাকায়াত সুন্নাত

نَوَيْتُ اَن اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالىٰ رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ العِشَاءِ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণ:- নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকা'আতাই সালাতিল ইশায়ী সুন্নাতা রাসুলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

অনুবাদ:- আমি নিয়াত করছি এশার দুই রাকায়াত সুন্নাত নামাযের উদ্দেশ্যে ক্বিবলা মুখী হয়ে , আল্লাহু আকবার।

এশার দুই রাকায়াত নফল

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ النَّفْلِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণ:- নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকা'আতাই সালাতিল্ নাফ্লি মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

অনুবাদ:- আমি নিয়াত করছি দুই রাকায়াত নফল নামাযের উদ্দেশ্যে ক্বিবলা মুখী হয়ে , আল্লাহু আকবার।

বেতর নামাযের নিয়াত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى ثَلٰثَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْوِتْرِ وَاجِبًا لِلّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণ:-নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলাসালাসা রাকাআতি সালাতিল বিত্রি ওয়াজিবান্ লিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

অনুবাদ:-আমি নিয়াত করছি তিন রাকায়াত বিত্র ওয়াজিব নামাযের ক্বীবলামুখী হয়ে,আল্লাহু আকবার।

কাযা নামাযের বর্ণনা

বিনা কারণে (শরয়ী) নামায কাযা করা বড় মারাত্মক গুনাহ । নামায কাযা হলে আন্তরিকভাবে তওবা করত: আদায় করা ফরয।

কাযা নামাযের নিয়াত

যে নামাযের কাযা আদায় করা হবে সেইনামাযের কথা উল্ল্যেখ করে নিয়াত করতে হবে। যেমন আমি নিয়াত করছি ফজর /জোহর/আসর/ মাগরীব/এশা-র ফরয নামাযের যা কাযা হয়েছে।

মাসআলা:-কসরের নামাযের কাযা মুকিম অবস্থায় পড়লে কসরই পড়তে হবে,আর মুকিম অবস্থার নামায সফরে পূরো পড়তে হবে।

কাযা নামায পড়ার সহজ নিয়ম

পূর্বে যাদের অনেক ওয়াক্তের নামায কাযা রয়েছে,তাদের ক্ষেত্রে ঐ সকল নামায পড়ার কিছু সহজ উপায় হল:-

১.প্রতি রুকু ও সিজদাতে তাসবীহ তিনবারের পরিবর্তে একবার সঠিক ভাবে পড়লেও চলবে। অর্থাৎ রুকুতে 'সুবহানা রাব্বিইল আযীম' একবার এবং সিজদাতে একবার 'সুবহানা রাব্বিইল আলা' সঠিকভাবে পড়তে হবে।

২.চার রাকায়াত ফরয নামাযের শেষ দুই রাকায়াতে 'আলহামদু বা সুরা ফাতিহার পরিবর্তে শুধুমাত্র 'সুবহানাল্লাহ' তিনবার পড়তে হবে।

৩. শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু বা তাশাহুদের পর দরুদ শরীফ ওদোয়া মাসুরার পরিবর্তে শুধুমাত্র 'আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা ওয়া আলিহী' পড়ে সালাম ফিরাবে।

৪. বিতর নামাযের তৃতীয় রাকায়াতে দুআ কুনুতের পরিবর্তে কমপক্ষে একবার 'ইয়া রাব্বিগ ফিরলি' বলবে।[১]

কাযা নামায পড়ার সময়

কাজা নামায পড়ার কোন সময় নাই। যখন স্মরণ হবে দ্রুত পড়ে নিতে হবে। কিন্তু নিষিদ্ধ সময়ে পড়বে না। যেমন-সূর্যোদয়,সূর্যস্থির এবং সূর্যাস্তের সময়

উমরী কাযা

পুরো জীবনের না পড়া নামাযগুলি আদায় করে দেয়াকে কাযায়ে উমরী বা উমরী কাযা বলা হয়।

মুসাফিরের নামায

মুসাফিরের জন্য নামায কসর করা ওয়াজিব । শুধুমাত্র চার রাকায়াত বিশিষ্ট ফরয নামায দুরাকায়াত পড়বে অর্থাৎ জোহর,আসর ও এশার চার রাকায়াত ফরযের পরিবর্তে শুধুমাত্র দুই রাকায়াত পড়বে। মাগরীব ও ফজরের কসর নেই বরং পুরো পড়তে হবে।

মুসাফির হওয়ার জন্য সর্বনিম্ন কত দুরুত্ব হওয়া প্রয়োজন:

কোন ব্যক্তি নিজ গন্তব্যস্থল হতে আনুমানিক সাড়ে সাতান্ন মাইল দুরুত্ব অতিক্রমের উদ্দেশ্যে বের হলে,সে মুসাফির বলে বিবেচিত হবে। সাড়ে সাতান্ন মাইল হল ৯২.৫০ কিলোমিটার সমতূল্য। (১মাইল হল ১.৬০৯৩৪কি.মি. প্রায়)

১. ফাতওয়ায়ে রেজবীয়া ৩য় খন্ড ৬২১-৬২২পৃঃ

বিবিধ সুন্নাত ও নফল নামায সমূহ

তাহাজ্জুদের নামায

পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের পর তাহাজ্জুদই সর্বোওম নামায। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বদাই এই নামায পড়তেন। এই নামাযের ফজীলত প্রসঙ্গে হাদিস শরীফে বিবৃত হয়েছে। হযরত আবুহুরায়রা রাদিয়াল্লাহু বর্ণনা করেন যে, আমি আল্লাহর প্রিয় মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ইরশাদ করতে শুনেছি যে, রাতের অর্ধ্ব প্রহরে যে নামায আদায় করা হয়, সে নামায ফরয নামায ব্যতীত বাকী সকল নামাযের মধ্যে উওম।

নামাযের ধরণ ও রাকায়াত ঃ-

তাহাজ্জুদ হল সুন্নাত নামায। তাহাজ্জুদ নামায কম পক্ষে দুই রাকায়াত। অত্যধিক বার রাকাত । কিন্তু আট রাকায়াত সংখ্যাটি হাদিসে বেশী পাওয়া যায়।

তাহাজ্জুদের নিয়াত

আরবী নিয়াত

নাইয়াইতুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকায়াতাই সলাতিত তাহাজ্জুদি সুন্নাতি রাসুলিল্লাহি তায়ালা মুতাওজ্জিহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

বাংলা নিয়াত

আমি দুই রাকায়াত তাহাজ্জুদ নামাযের নিয়ত করছি । আল্লাহ তায়ালার জন্য ,সুন্নাত রাসুলুল্লাহর ,মুখ আমার কাবা শরীফের দিকে আল্লাহু আকবার।

সালাতুত তাসবীহ

সালাতুত তাসবীহ আদায়ের নিয়ম:- 'তিরমীযি শরীফে হযরত আব্দুল্লা বিন মুবারক হতে সালাতুত তাসবীহ পড়ার নিয়ম এ রূপ ভাবে বর্ণিত হয়েছে,চার রাকায়াত সালাতুত তাসবীহর নিয়াত বাঁধার পর সানা পড়ার পর ১৫ বার.'সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওলা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু

আকবার পাঠ করতে হবে। অত:পর আউজু বিল্লাহ ,সুরা ফাতিহা ও কোন একটি সুরা পড়ার পর ১০ বার উক্ত তাসবীহ পাঠ করবে। রুকুতে গিয়ে তাসবীহ পড়ার পর ১০ বার উক্ত তাসবীহ পাঠ করতে হবে। রুকু থেকে উঠে সামী আল্লাহু লিমান হামিদা ওয়া রাব্বানা লাকাল হামদ বলে সোজাভাবে দাঁড়ানো অবস্থায় উক্ত তাসবীহটি ১০ বার পাঠ করবে। এরপর সিজদায় গিয়ে তিনবার সুবহানা রাব্বিইল আলা বলে তাসবীহটি ১০ বার পড়তে হবে , দুই সিজদার মাঝখানে বসে১০ বার উক্ত তাসবীহ পাঠ করবে,দ্বিতীয় সিজদায় গিয়ে তাসবীহ পড়ে উক্ত তাসবীহ ১০বার পড়বে। ২য় ,৩য়,৪র্থ রাকাতে দাঁড়িয়ে এভাবে প্রথমে পনের বার কলেমায়ে তামজীদ পড়তে হবে। অত:পর বর্ণিত নিয়মে সে কলেমা দশবার পড়বে এভাবে চার রাকাতে পঁচাত্তর বার পড়লে মোট তিনশত বার হয়ে যায়।

সলাতুত তাসবীহর নিয়াত

উচ্চারণঃ-নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা আলা আরবাআ রাকয়াতি

সলাতিত তাসবীহি সুন্নাতা রাসুলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজিহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবার ।

বাংলা নিয়াত

আমি চার রাকায়াত সলাতুত তাসবিহ নামাযের নিয়ত করছি । আল্লাহ তায়ালার জন্য ,সুন্নাত রাসুলুল্লাহর ,মুখ আমার কাবা শরীফের দিকে আল্লাহু আকবার।

ইশরাকের নামায

সূর্যোদয়ের পর এক বা দুই বাঁশ পর্যন্ত সূর্য উচুঁ হলে যে নামায পড়া হয় তাকে 'ইশরাকের নামায ' বলে। সূর্যোদয়ের আনুমানিক বিশ মিনিট পর পড়া চলে। তিরমিযী শরীফে হযরত আনাস রাদীয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি জামাত সহকারে ফযরের নামায পড়ে সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহর জিকিরে রত থাকে অতঃপর দু রাকাত নামায পড়ে সে পূর্ণ হজ্জ এবং ওমরার সাওয়াব লাভ করবে ।

ইশরাকের নিয়াত

(উচ্চারণ):- নাওয়াইতুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকায়াতাই সালাতিল ইশরাকে সুন্নাতা রাসুলিল্লাহি তায়ালা মুতাওজ্জিহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবার ।

বাংলা নিয়াত:-আমি নিয়াত করছি দুই রাকায়াত ইশরাক নামাযের আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত, কাবা শরীফের দিকে মুখ করে আল্লাহু আকবার।

আওয়াবীন নামায

সালাতুল আওয়াবীন মাগরীবের নামাযের পর পড়তে হয়। কমপক্ষে ছয় রাকায়াত,অত্যাধিক ২০ রাকায়াত। এই নামায এক সালাম সহকারে অথবা দুই সালাম সহকারে অথবা তিন সালাম সহকারে পড়া যায়। প্রত্যেক দুই রাকায়াত পর সালাম ফিরানো উওম।

আওয়াবীন নামাযের নিয়াত

উচ্চারণ:-নাওয়াইতুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সালাতিল আওয়াবিন মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

বাংলা নিয়াত:-আমি নিয়াত করছি দুই রাকায়াত আওয়াবীন নামাযের আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত,কাবা শরীফের দিকে মুখ করে আল্লাহু আকবার।

আশুরার নামায

আশুরার নামাযের নিয়াত

উচ্চারণঃ- নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া ল্লিল্লাহি তায়ালা রাকায়াতাই সলাতিল আশুরা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল বা কাবাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

বাংলা নিয়াতঃ-আমি নিয়াত করছি দুই রাকায়াত আশুরার নামাযের কাবা শরীফের দিকে মুখ করে আল্লাহু আকবার।

আশুরার রাত্রীর নামায পদ্ধতি ঃ-এই রাত্রীর নামায আদায়**পদ্ধতি**র বিভিন্ন নিয়মের মধ্যে একটি হল-প্রতি রাকায়াতে সুরা ফাতিহার পর তিনবার ক্বরে সুরা এখলাস পাঠ করা।

চাশতের নামায:

সুর্য ভালোভাবে উদয় হওয়ার পর যে নামায পড়া হয় তাকে 'চাশত'বা 'দুহার'নামায বলে। এই নামাযের সময় সূর্য খুব ভালভাবে আলোকিত হওয়ার পর হতে শুরু হয়ে সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত থাকে

চাশতের রাকায়াত সংখ্যাঃ- চাশতের নামায কমপক্ষে দু রাকায়াত ও সর্বাধিক হল ১২ রাকায়াত। মক্কা বিজয়ের দিন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাশতের নামায ৮ রাকায়াত পড়েছিলেন।

শাবে মেরাজের নামায

বাংলা নিয়াত ঃ- আমি ক্বেবলা মুখী হয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে দুই রাকায়াত লাইলাতুল মিরাজের নামায আদায় করার নিয়াত করলাম,আল্লাহু আকবার।

নামায আদায়ের পদ্ধতিঃ--এই রাত্রীর নামায আদায় পদ্ধতির বিভিন্ন **নিয়মের মধ্যে একটি হল**- ৬ রাকায়াত নামাযঃ- (দুই রাকায়াত করে) প্রতি রাকায়াতে সুরা ফাতিহার পর ৭ বার সুরা এখলাস। ৬ রাকায়াত পড়ার পর ৫০ বার দরুদ শরীফ পড়ে দুআ করতে হবে। এর ফলে সকল প্রকার দ্বিনী ও দুনিয়াবী জরুরাত পূরণ হবে এবং ৮০ হাজার গুনাহ মাফ হবে।

শাবে বরাতের নফল ইবাদত

বাংলা নিয়াত ঃ- আমি ক্বেবলা মুখী হয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে দুই রাকায়াত লাইলাতুল বরাতের নামায আদায় করার নিয়াত করলাম,আল্লাহু আকবার

নামায আদায়ের পদ্ধতি

**৮ রাকায়াত নামায(দুই রাকায়াত করে) ঃ-প্রতি রাকায়াতে সুরা ফাতিহার পর ১৫ বার সুরা এখলাস পড়তে হবে।

উপকারিতা ঃ- এই পদ্ধতিতে নামায পড়লে গুনাহ থেকে পবিএ হবে, দুআ কবুল হবে এবং অশেষ সওয়াবের অধিকারি হবে।

****১২ রাকায়াত নামায(দুই রাকায়াত করে)**ঃ-প্রতি রাকায়াতে সুরা ফাতিহার পর ১০ বার সুরা এখলাস পড়তে হবে। নামায শেষ করে ১০ বার কলমা তৌহিদ, ১০ বার কলমা তামজিদ, ১০ বার দরুদ শরীফ পড়বে।

****১৪ রাকায়াত নফল(দুই রাকায়াত করে)** ঃ- প্রতি রাকায়াতে সুরা ফাতিহার পর যে কোন সুরা পড়তে পারা যায়।

(নামায সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য পাঠ করুন ফকীরের লিখিত পুস্তক "সুন্নী তোহফা বা নামাযে মুস্তাফা।")

তারাবীহ্‌র নামায

তারাবীহের নামায বিশ রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা,যেটা রমযান শরীফে ইশার ফরজ নামাযের পর প্রতিরাতে পড়া হয়। তারাবীহর নামায বিশ রাকায়াত দশ সালামে আদায় করতে হয়, এবং প্রতি চার রাকায়াত পর ততক্ষণ পর্যন্ত বসা মুস্তাহাব যতক্ষণ চার রাকায়াত পড়তে সময় লাগে। আরামের জন্য এরূপ বসাকে তারবীহা বলে।

তারবীহর নামাযের নিয়াত

উচ্চারণ:-নাওয়াইতুআন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতিত্ তারাবীহ সুন্নাতি রাসুলিল্লাহি তাআলা মুতাওজ্জিহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

বাংলা নিয়াত:-আমি নিয়াত করছি দুই রাকায়াত তারাবীহ নামাযের যা রাসুলুল্লাহর সুন্নাত,কাবা শরীফের দিকে মুখ করে আল্লাহু আকবার।

চার রাকায়াত পড়ার পর নিম্নের তাসবীহ পাঠ করতে হয়-

سُبْحَانَ ذِىْ الْمُلْكِ وَ الْمَلَكُوْتِ سُبْحَانَ ذِىْ الْعِزَّةِ وَالْعَظْمَةِ
وَالْهَيْبَةِ وَ الْقُدْرَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجَبَرُوْتِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَىِّ
الَّذِىْ لَا يَنَامُ وَ لَا يَمُوْتُ سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ
وَ الرُّوْحِ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ

বাংলা উচ্চারণ:-সুবহানা জিল মুলকি ওয়াল মালাকুতি সুবহানা জিল ইজ্জাতি ওয়াল আযমাতি ওয়াল হাইবাতি ওয়াল কুদরাতি ওয়াল কিবরিয়াই ওয়াল জাবারূত সুবহানাল মালিকিল হাইয়্যিল্লাজী লা ইয়ানামু ওয়ালা ইয়ামুতু সুব্বুহুন কুদ্দুসুন রাব্বুনা ওয়া রাব্বুল মালাইকাতি ওয়াররূহ।আল্লাহুম্মা আজিরনা মিনান্নারি ইয়া মুজিরু ইয়া মুজিরু।

তারাবিহর নামাযের দুআ

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَ نَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ يَا خَالِكَ الْجَنَّةَ وَ النَّارِ بِرَحْمَتِكَ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا كَرِيْمُ يَا سَتَّارُ يَارَحِيْمُ يَا جَبَّارُ يَا خَالِقُ يَا بَارُّ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ يَامُجِيْرُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

বাংলা উচ্চারণ:-আল্লাহুম্মা ইন্না নাস আলুকাল জান্নাতা ওয়া নাউজুবিকা মিনান্নার ইয়া খালিকাল জান্নাতি ওয়ান্নার বিরহমাতিকা ইয়া আযীযু ইয়া গাফ্ফারু ইয়া কারিমু ইয়া সাত্তারু ইয়া রাহীমু ইয়া জাব্বারু ইয়া খালিকু ইয়া বাররু আল্লাহুম্মা আজিরনা মিনান্নারি ইয়া মুজিরু ইয়া মুজিরু বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

হাদিস:--হযরত আব্দুল্লা বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেন 'নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযান মাসে বিশ রাকায়াত পড়তেন বিতির ব্যতীত। (১.মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা ২/৩৯৪ পৃ:,আসারাস সুনান ২/৫৬, মাযমাউয যাওয়ায়েদ ৩/১৭২ পৃ:,সুনানে বায়হাক্বী ২/৪৯৬ পৃ:)

শাবে ক্বদরের নামায

শাবে ক্বদর খুবই বরকতমন্ডিত রজনী। এটা রমযান মাসের শেষ দশকে হয়ে থাকে । এই রাতের ইবাদত এক হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। এই রাত সম্পর্কে হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে ,হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহা ইরশাদ করেন যে,হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ,শাবে ক্বদরকে রমযানের শেষ দশকে তালাশ কর।

শাবে ক্বদরের নিয়াত

উচ্চারণ:-নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকাআতাই সালাতি লাইলাতিল ক্বাদরি মুতাওয়া জ্জিহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবার ।

বাংলা নিয়াত ঃ- আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে দুই রাকায়াত লাইলাতুল ক্বদরের নামায আদায় করার নিয়াত করলাম,ক্বেবলা মুখী হয়ে আল্লাহু আকবার

নামায আদায়ের পদ্ধতিঃ--এই রাত্রীর নামায আদায় পদ্ধতির বিভিন্ন নিয়মের মধ্যে একটি হল-

১.যে ব্যক্তি দুরাকায়াত নামায পড়বে , সুরা ফাতিহার পর প্রত্যেক রাকায়াতে একবার সুরা ক্বদর , তিনবার সুরা ইখলাস পড়বে,সে ব্যক্তি শবে ক্বদরের সাওয়াব অর্জন করবে। সে ব্যক্তিকে হযরত শুইয়াব আলাইহিস সালাম,হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম এবং হযরত নুহ আলাইহিস সালাম -এর ন্যায় সাওয়াব দেওয়া হবে। তাকে পূর্ব-পশ্চিম সমান দূরত্বের একটি জান্নাতী শহর দেওয়া হবে।[১]

১.ফাযায়েলুল আইয়াম ওয়াশ শুহুর ৪৪১-৪৪২পৃ:

বি:দ্র:-এই নামায সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য পাঠ করুন ফকীরের লিখিত পুস্তক সুন্নী তোহফা বা নামাযে মুস্তা ফা।

সালাতুল হাজাত

শরীয়ত অনুমোদিত চাহিদা ও প্রয়োজন বাস্তবায়ন হওয়ার জন্য দই কিংবা চার রাকায়াত নফল নামায পড়ে আবেদন পেশ করাকে সালাতুল হাজাত বলা হয়। আবু দাউদ শরীফে হযরত হুজায়ফা রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে যখন কোন সমস্যা আসত, তখন তিনি দুই বা চার রাকায়াত এই নামায পড়তেন।

নামায আদায়ের নিয়ম :- খুব ভালভাবে ওজু করতে হবে,গোসল করলে অধিক উত্তম হবে। অত:পর নির্জন অবস্থায় সালাতুল হাজাতএরূপ নিয়মে আদায় করতে হবে,প্রথম রাকায়াতে সূরা ফতিহার পর তিনবার আয়াতুল কুরসী এবং পরবর্তী তিন রাকায়াতে সুরা ইখলাস , সুরা ফালাক এবং সুরা নাস একবার করে পড়তে হবে। অত:পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দরুদ শরীফ প্রেরণ করবে। অত:পর এ দুআ পাঠ করতে হবে:

لَا اِلٰهَ اَلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّى الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اَسْئَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَ عَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ

مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَّ سَلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ لَا تَدَعْ لِىْ ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَه‘ وَ لَا هَمًّا

اِلَّافَرَّجْتَه‘ وَلَا حَاجَةً هِىَ لَكَ رِضًا اِلَّا قَضَيْتَهَا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

উচ্চারণ:-লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহুল হালীমুল কারীম। সুবহানাল্লাহি রাব্বিল আরশিল আযীম। আল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ-লামীন। আসআলুকা মু-জিবাতি রাহমাতিকা ওয়া আযাইমা মাগফিরাতিকা ওয়াল গনীমাতা মিন কুল্লি বিররিন,ওয়াস সালামাতা মিন কুল্লি ইসমিন, লা তাদা লী জামবান , ইল্লা গাফারতাহু,ওয়ালা হাম্মান ইল্লা ফাররাজতাহু,ওয়ালা হাজাতান হিয়া লাকা রিজান ইল্লা কাজায় তাহা, ইয়া আর হামার রাহিমীন।

সালাতুল ইস্তিখারা

কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হলে দুই রাকাআত নফল নামায পড়ে ইস্তিখারার দুআ করতে হবে। ইনশাআল্লাহ সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সহজ হয়ে যাবে । এইনামায যে কোনো সময় পড়া যায়। হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদেরকে এ নামায শিক্ষা দিয়েছেন।

হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কে এমনভাবে ইস্তিখারা শেখাতেন যেভাবে কুরআনের অন্যকোন সুরা শেখাতেন।

তাওবার নামায

যখন কোন বান্দা গুনাহ করে এবং অত:পর উক্ত গুনাহর উপর লজ্জিত হয়ে ওজু করে দুই রাকায়াত নফল নামায পড়ে সেই নামাযকে তাওবার নামায বলে। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে,হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাকে বলেন ,আবুবকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু সত্যইবলেছেন যে, আমি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে শুনেছি তিনি ইরশাদ করেন,যদি কোন মানুষ কোন অপরাধ করে ফেলে,তাহলে তার উচিত হবে যে, ওজু করে নামায পড়ে নেওয়া এবং আল্লাহ পাকের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করা। তখন তাকে ক্ষমা করা হয়।

তারপর এই আয়াত পাঠ করেন-আর সে যখন কোন বেহায়াপনা কিংবা নিজের উপর জুলুম করে বসে,অত:পর আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের অপরাধের মার্জনা প্রার্থনা করে তখন তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে।ঋণ

ঋণ পরিশোধের নামায

ঋণ পরিশোধ করার নিয়েতে যে নফল নামায পড়া হয় তাকে সালাত লি আদায়িল করজ বলে। ঋণ পরিশোধ করার নিয়েতে দুই রাকায়াত নামায আদায় করতে হয়। প্রত্যেক রাকায়াতে সুরা ফাতিহার পর তিনবার আলাম নাশরাহ , চার বার সুরা নসর এবং সাত বার সুরা ইখলাস পড়বে।

হাজাত পূরন ও সকল প্রকার চাহিদা হাসিল হওয়ার নামায:-

নামাযে গওসীয়া:-এই নামাযের নিয়ম হল সুরা ফাতিহার পর এগারো বার সুরা এখলাস এবং সালাম ফেরানোর পর দরুদ শরীফ ও সালাম পড়ে বাগদাদ শরীফের দিকে এগারো ক দম চলে সাথে সাথে গওসুল আযাম রাদিয়াল্লাহু আনহুকে স্মরণ করে নিজের সমস্যার কথা যিকির করতে হবে,ইনশাআল্লাহু তায়ালা আল্লাহর ফযল ও করমে তার নিয়াত সফল হবে। .(ফাতওয়া রেজবীয়া রিসালা আনহারুল আনওয়ার)

মৃত ব্যক্তির ক্বাজা নামাযের ফিদিয়া

কোন মুসলমানের যদি কোন নামায ক্বাজা থেকে যায় আর এঅবস্থায় মারা যায় , আর যদি ঐ সকল নামাযের ফিদিয়া আদায় করার ওসীয়ত করে যায় এবং সম্পদও রেখে যায়,তাহলে তার পরিত্যক্ত এক তৃতীয়াংশ সম্পদ

থেকে প্রত্যেক ফরয ও বিতরের বদলে অর্ধ সা (দুই কেজি পঞ্চাশ গ্রাম)গম বা এক সা যব সদকা করবে । আর যদি সম্পদ রেখে না যায় কিন্তু ওয়ারিশ ফিদিয়া দিতে চায় , তাহলে কিছু জিনিষ নিজের থেকে বা কর্জ নিয়ে মিসকীনকে সাদকা করবে। মিসকিন সেটা গ্রহণ করে নিজের পক্ষ থেকে ওয়ারিশকে দান করবে । ওয়ারিশ গ্রহন করে পূনরায় মিসকিন কে সাদকা করবে । এ ভাবে হাত বদল করতে থাকবে । শেষ পর্যন্ত যেন সব ফিদিয়া আদায় হবে যায়। যদি অপর্যাপ্ত সম্পদ রেখে যায়,তখনও এ রকম করবে। যদি মৃত্যুবরণ কারী ফিদিয়া দেয়ার ওসীয়ত করে নাযায় এবং ওয়ারিশ নিজের পক্ষ থেকে করুণা হিসেবে ফিদিয়া দিতে চায় , তাহলে দিতে পারবে।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের তাসবীহ সমুহ

ফজরের নামাজের পর "ইয়া আজীজু ,ইয়া আল্লাহ"। জোহরের নামাজের পর "ইয়া কারীমু ,ইয়া আল্লাহ্"। আসরের নামাজের পর "ইয়া জাব্বারু ,ইয়া আল্লাহ্"। মাগরীবের নামাজের পর "ইয়া সাত্তারু ,ইয়া আল্লাহু"। এশার নামাজের পর "ইয়া গাফ্ফারু, ইয়া আল্লাহু"।

ব:দ্র:-এই তাসবীহ গুলি ১০০ বার করে এবং আগে ও পরে তিন বার করে দরুদ শরীফ পড়তে হবে।

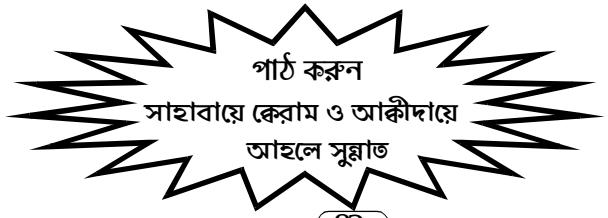

রোযার বিবরণ

শরীয়তের পরিভাষায় মুসলমানের সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে সকল প্রকার পানাহার ও স্ত্রী সম্ভোগ থেকে বিরত থাকার নাম রোযা । রোযা হল ফরযে আইন। এর ফরয হওয়ার অস্বীকার কারী কাফির। বিনা কারণে রোযা পরিত্যাগ কারী কঠিন গোনাহাগার এবং জাহান্নামের আযাবের উপযুক্ত।

রোযা ফরয হওয়ার জন্য শর্ত সমূহ

১.মুসলমান হওয়া,২. বালেগ হওয়া ,৩. বিবেক সম্পন্ন হওয়া অর্থাৎ পাগল না হওয়া,৪.রোগী না হওয়া ,৫. মুকিম হওয়া অর্থাৎ মুসাফির না হওয়া , ৬. মহিলারা হায়েয ও নেফাস থেকে পবিত্র হওয়া।

রোযার নিয়াত

নিয়াত হল অন্তরের সংকল্পের নাম। মুখে উচ্চারণ করাটা মুস্তাহাব। যদি রাত্রে নিয়াত করা হয় তাহলে এরূপ বলতে হবে-

نَوَيْتُ اَنْ اَصُوْمَ غَدًا مِّنْ شَهْرِ رَمَضَانَ الْمُبَارَكَ فَرْضًا لَكَ

يَا اللّٰهُ فَتَقَبَّلْ مِنِّى اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

উচ্চারণ: নাওয়াইতু আন আসুমা গাদাম্ মিন শাহরে রামাদানাল মুবারাকা ফারদাল্লাকা ইয়া আল্লাহু ফাতাকাব্বাল মিন্নি ইন্নাকা আনতাস্ সামিউল আলিম।

অর্থ:-হে ,আল্লাহ আমি আগামীকাল রমযানের ফরয রোযার নিয়াত করছি। তুমি তা কবুল কর। নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাতা।

মাসআলা:-কেও যদি সুবহ সাদিকের পূর্বে নিয়াত করতে ভুলে যায়, তাহলে দিনের বেলায় এরূপ নিয়াত করবে

نَوَيْتُ اَنْ اَصُوْمَ هَذَا الْيَوْمَ لِلّٰهِ تَعَالٰى مِنْ فَرْضِ رَمَضَانَ

উচ্চারণ:-নাওয়াইতু আন আসুমা হাযাল ইয়াম লিল্লাহি তায়ালা মিন ফারদি রমদ্বানা।

অর্থ:- আমি আল্লাহ তাআলার জন্য আজ রমযানের ফরয রোযা রাখার নিয়াত করলাম।

ইফতারের দুয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّى لَكَ صُمْتُ وَ بِكَ اٰمَنْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ عَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ

উচ্চারণ:-আল্লাহুম্মা ইন্নি লাকা সুমতু ওয়া বিকা আমানতু ওয়া আলাইকা তাওয়াকালতু আলা রিজকিকা আফতারতু ।

অর্থ:-হে আল্লাহ তায়ালা !নিশ্চয় আমি রোযা রেখেছি ,আমি তোমারই উপর ঈমান এনেছি ,তোমারই উপর ভরসা করছি এবং তোমারই রিযক দ্বারা ইফতার করেছি।

যে যে কারণে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায়

১.পানাহার ও স্ত্রী সহবাস করলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায় যদি রোযাদার হবার কথা স্মরণ থাকে।

২.হুক্কা,সিগারেট,চুরুট ইত্যাদি পান করলেও রোযা ভেঙ্গে যায়,যদিও নিজের ধারণায় কণ্ঠনালী পর্যন্ত ধোঁয়া পৌঁছায়নি।

৩.পান কিংবা নিছক তামাক খেলেও রোযা ভেঙ্গে যায়। যদিও আপনি

সেটার পিক বারংবার ফেলে দিয়ে থাকেন। কারণ, কণ্ঠনালীতে সেগুলির হালকা অংশ অবশ্যই পৌঁছে থাকে।

৪. চিনি ইত্যাদি,এমন জিনিষ,যা মুখে রাখলে গলে যায়,মুখে রাখলো আর থুথু গিলে ফেললো এমতাবস্থায় রোযা ভেঙ্গে গেল।

৫. দাঁতের ফাকের মধ্যভাগে কোন জিনিষ ছোলা বুটের সমান কিংবা তদপেক্ষা বেশি ছিল তা খেয়ে ফেললো,কিংবা কম ছিলো কিন্তু মুখ থেকে বের করে পুনরায় খেয়ে ফেললো । এমতাবস্থায় রোযা ভেঙ্গে যাবে।

দাঁত থেকে রক্ত বের হয়ে তা কণ্ঠনালীর নিচে নেমে গেলো.আর থুতু অপেক্ষাবেশি কিংবা সমান অথবা কম ছিলো,কিন্তু সেটার স্বাদ কণ্ঠে অনুভূত হলো এমতাবস্থায় রোযা ভেঙ্গে যাবে এবং যদি কম ছিলো আর স্বাদও কণ্ঠে অনুভূত হয়নি ,তাহলে এমতাবস্থায় রোযা ভাঙ্গবে না।

৭.রোযার কথা স্মরণ থাকা সত্ত্বেও ঢুস (কোন ঔষধের ফিতা কিংবা সিরিঞ্জ পায়খানার রাস্তায় প্রবেশ করালে,আর সেখানে স্থায়ী হলে) নিলে কিংবা নাকের ছিদ্র দিয়ে ঔষধ প্রবেশ করালে রোযা ভেঙ্গে যাবে।

৮.কুল্লী করছিলো অনিচ্ছা সত্ত্বেও পানি কণ্ঠনালী বেয়ে নিচে নেমে গেলো কিংবা নাকে পানি দিলো;কিন্তু তা মগজে পৌঁছে গেলো তা হলে রোযা ভেঙ্গে যাবে । কিন্তু যদি রোযাদার হবার কথা ভুলে গিয়ে থাকে ,তবে রোযা ভাঙ্গবে না। যদিও তা ইচ্ছাকৃত হয়। অনুরূপভাবে রোযাদারের দিকে কেউ কোন কিছু নিক্ষেপ করলো,আর তা তার কণ্ঠে পৌঁছে গেলো । তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে ।

৯.ঘুমন্ত অবস্থায় পানি পান করলো, কিছু খেয়ে ফেললো। অথবা মুখ খোলাছিলো পানির ফোটা কিংবা বৃষ্টি অথবা শিলাবৃষ্টি কণ্ঠে চলে গেলো, তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে।

১০.অন্য কারো থুথু গিলে ফেললো। কিংবা নিজেরই থুথু হাতে নেয়ার পর গিলে ফেললো,তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে।

১১.মুখে রঙ্গিন সূতা ইত্যাদি রাখার ফলে থুথু রঙ্গিন হয়ে গেলো । তারপর ওই রঙ্গিন থুথু গিলে ফেললে রোযা ভেঙ্গে যাবে।

১২.চোখের পানি বেশি পরিমাণে মুখের ভিতরে চলে গেলে আর সেটা গিলে ফেললে আর যার ফলে সেটার লবণাক্ততা মুখে অনুভূত হলে রোযাভেঙ্গে যাবে। যদি দু এক ফোটা হয়,তাহলে রোযা ভাঙ্গবে না। ঘামের ক্ষেত্রেও একই বিধান।

১৩.পুরুষ স্ত্রীকে চুম্বন করল বা স্পর্শ করলো অথবা জড়িয়ে ধরলো এবংবীর্যপাত হয়ে গেল,তাহলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে।আর যদি মহিলা পুরুষকে স্পর্শ করে এবং পুরুষের বীর্যপাত হয়ে যায় ,তা হলে রোযা ভঙ্গ হবে না।

যে যে বিষয়ে রোযা ভঙ্গ হয় না

১.ভুলবশত: আহার করলে,পান করলে কিংবা স্ত্রী সহবাস করলে রোযা ভাঙ্গে না চাই ওই রোযা ফরয হোক বা নফল।৩

২. যদি মাছি , ধুলিবালি কিংবা ধোঁয়া কণ্ঠনালী দিয়ে ভিতরে চলে যায়, তাহলে রোযা ভঙ্গ হয় না। ৪

কিন্তু যদি ইচ্ছেকৃতভাবে নিজে ধোঁয়া পৌঁছায়,তাহলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে।

৩.শিঙ্গা ৫ বসালে বা তৈল বা সুরমা লাগালে রোযা ভঙ্গ হয় না। যদিও বা তৈল বা সুরমার স্বাদ কণ্ঠনালীতে অনুভব হয়। এমনকি থুথুর মধ্যে সুরমার রং দেখা গেলেও রোযা ভঙ্গ হয় না।

৪.কথা বলতে বলতে থুথুর দ্বারা ঠোট ভিজে গেল এবং পরে সেটা গিলে

ফেললো বা কফ মুখে আসলো এবং গিলে ফেললো , এতে রোযা ভঙ্গ হলো না। কিন্তু এসব থেকে বিরত থাকা চায়।

৫.কানে পানি ঢুকে গেলে রোযা ভঙ্গ হয় না;বরং খোদ পানি ঢাললেও রোযা ভাঙ্গবে না।

৬.দাঁত কিংবা মুখে হালকা এমন কোন জিনিষ অজানাবশত: রয়ে গেছে, যা থুথুর সঙ্গে কণ্ঠ নালীর ভিতরে চলে গেল। এতে রোযা ভঙ্গ হয় না।কিন্তু এর স্বাদ যদি কণ্ঠনালীতে অনুভব হয়,তাহলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে।

৭.দাঁত থেকে রক্ত বের হয়ে কণ্ঠনালী পর্যন্ত গেলে, কিন্তু কণ্ঠনালী অতিক্রম করে নিচে নামেনি । তাহলে রোযা ভঙ্গ হবে না।

রোযা সংক্রান্ত মাসয়ালা

মাসয়ালা:-সেহেরী খাওয়া এবং এতে দেরী করা মুস্তাহাব। কিন্তু সুবহে সাদিক হয়ে যাওয়ার সন্দেহ হওয়ার মত দেরী করা মাকরূহ।

মাসয়ালা:-ইফতারে তাড়াতাড়ি করা মুস্তাহাব,কিন্তু ইফতার এমন সময় করবে,যেন সূর্যাস্ত সর্ম্পকে প্রবল ধারণা করা যায়। যতক্ষন প্রবল ধারণা না হবে ইফতার করবে না। যদিও মুয়াজ্জিন আযান দিয়ে দেয়। মেঘলা দিনে ইফতার তাড়াতাড়ি করা অনুচিৎ।

মাসয়ালা:-শাইখে ফানি অর্থাৎ ঐ বৃদ্ধ ব্যক্তি যার বয়স ঐ মাত্রাই পৌঁছে গেছে যে দিন দিন দূর্বল হয়ে যায় এবং রোযা রাখার কোন ক্ষমতাই থাকেনা (না সেই মূহূর্তে না পরবর্তীতে),এমতাবস্থায় তার উপর ফিদিয়া আবশ্যক অর্থাৎ একটি রোযা পরিবর্তে একজন মিসকীন কে দুই বেলা পেট ভরে খাবার খাওয়াতে হবে কিংবা সাদকায়ে ফিতরা পরিমাণ

(২ কিলো ৪৭ গ্রাম গম কিংবা সম পরিমাণ মূল্য) মিসকীনকে প্রদান করতে হবে।

মাসয়ালা:মহিলারা হায়েয (ঋতুস্রাব) ও নিফাসগ্রস্থ ছিল ,সে রাত্রিতে আগামীগকাল রোযা রাখার নিয়াত করল। সুবেহ সাদিকের পূর্বে হায়েজ নিফাস থেকে পবিত্র হয়ে গেল তাহলে রোযা শুদ্ধ হবে।

ইতিকাফ

মাসজিদে ইতিকাফের নিয়াতে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে অবস্থান করার নাম ইতিকাফ । রমজান মাসের শেষের দশ দিনের ইতিকাফ হল সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। কারণ হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাই হি ওয়া সাল্লাম রমযানের শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন। এর হুকুম হল,যদি সবাই বর্জন করে, তাহলে সবাই দায়ী হবে আর যদি যে কোন একজন পালন করে , তাহলে সবাই দায়মুক্ত হয়ে যাবে।

মাসয়ালা:-মহিলারা ঘরের মধ্যেই ইতেকাফ করবে। যে স্থান তার নামাযের জন্য নির্দিষ্ট, সেই স্থানে ইতেকাফ করবে। মহিলাদের জন্য ঘরের মধ্যে নামাযের জন্য স্থান নির্দিষ্ট করা মুসতাহাব। (দুররে মুখতার)

যাকাত

শরীয়তের পরিভাষায় যাকাত তাকে বলা হয়, আল্লাহর ওয়াস্তে কোন মুসলমান ফকীরকে সম্পদের শরীয়ত নির্ধারিত একটি অংশের মালিক বানিয়ে দেওয়া ।

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্ত সমূহ:-১.মুসলমান হওয়া ২.বালেগ হওয়া ৩.বিবেককবান হওয়া ৪.আযাদ হওয়া ৫.নেসাব পরিমাণ

সম্পদের মালিক হওয়া ৬.পূর্ণভাবে মালিক হওয়া ৭.নেসাব ঋণমুক্ত হওয়া ৮.নেসাব ব্যবহারিক সামগ্রী থেকে মুক্ত হওয়া ৯.সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়া ১০.বছর অতিবাহিত হওয়া।

মালিকে নেসাব কাকে বলে

মালিকে নেসাব বা নেসাবের অধিকারী বলতে মুল ব্যবহারিক সামগ্রী ছাড়া দুশত দিরহাম অর্থাৎ সাড়ে বাহান্ন তোলা চান্দি বা বিশ মিসকাল অর্থাৎ সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণের মালিক হওয়া কে বোঝায়।

বর্তমান সময়ে এক তোলার ওজন হল ১২ গ্রাম ৪৪১ মিলি গ্রাম (প্রায়)। এই হিসাব অনুযায়ী সাড়ে বাহান্ন তোলা চান্দির ওজন হবে ৬৫৩ গ্রাম ১৮৪ মিলি গ্রাম ।

যাকাতের হক্বদার কারা

যাকাতের প্রকৃত হক্বদার হল:- ফক্বীর, মিসকীন,যাকাত ওসুল কারী, মুক্তি পণের শর্তযুক্ত গোলাম,ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি,আল্লাহর রাস্তায়,মুসাফির।

মাসয়ালা:-কোন দেওবন্দী,তাবলিগী এবং ওহাবী কে কিংবা তাদের কোন প্রতিষ্ঠানে জাকাত,ফেতরা ও ওশুর দেওয়া কঠিন হারাম। তাদের কে দিলে যাকাত অনাদায় থেকে যাবে। আল্লাহ ও রাসুলের শানে গুস্তাখি ও বে আদবী করার জন্য মক্কাও মাদিনা শরীফের ওলামায়ে কেরাম গণ তাদের কাফের ও মুরতাদের ফতওয়া দিয়েছেন।

মাসয়ালা:-ব্যঙ্কের জমাকৃত অর্থ জমাকারীর মালিকত্বেও থাকে,যদি সেই অর্থের দ্বারা নেসাব পূর্ণ হয়ে যায়, তাহলে বছর অতিক্রম করলেই যাকাত ওয়াজিব হবে।

কোন কোন মালের উপর যাকাত ওয়াজিব

১.অলংকার অর্থাৎ সোনা , চান্দি ২.ব্যবসায়িক সামগ্রী ৩. বিচরণ কারী প্রাণী।

হিলায়ে শরয়ী কী

হিলায়ে শরয়ীর ত্বরীকা হল চাঁদার অর্থ কোন ফকীর কে দিয়ে তাকে মালিক করে দেওয়া এবং পূণরায় সে নিজ হতেই তা মাদ্রাসায় দিয়ে দেবে।

সাদক্বায়ে ফেত্‌র

হযরত সাইয়েদুনা আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ,বান্দার রোযা আসমান ও যমীনের মাঝখানে ঝুলতে থাকে ,যতক্ষন পর্যন্ত না সে সাদক্বায়ে ফেত্‌র আদায় না করে।

কুরবানীর বর্ণনা

নির্দিষ্ট পশু নির্দিষ্ট দিনে আল্লাহর ওয়াস্তে সাওয়াবের নিয়তে জাবেহ করাটা হচ্ছে কুরবানী। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। সামর্থ্য থাকা সত্বেও যে ব্যক্তি এই ইবাদত পালন করে না তার ব্যাপারে হাদীস শরীফে এসেছে , য়ার কুরবানীর সামর্থ্য রয়েছে কিন্তু কুরবানী করে না সে যেন আমাদের ঈদগাহে না আসে।

কার কার উপর কুরবানী ওয়াজিব

মুসলমান,মুকীম,নেসাবের অধিকারী ও আযাদের উপর এটা ওয়াজিব।

কুরবানীর সময়:-১০ জিলহজ্ব তারিখের সুবহ সাদিকের সময় শুরু করে ১২ জিলহজ্ব তারিখের সূর্যাস্ত পর্যন্ত। অর্থাৎ তিনদিন দুই রাত। তবে দশ তারিখে সবচেয়ে উত্তম।

মাসয়ালা :-কুরবানীর দিনে কুরবানী করাই হল জরুরী, কোন অন্য বস্তু এর পরিপূরক হতে পারবে না। যেমন কুরবানীর পরিবর্তে কোন ছাগল বা তার মূল্য সদক্বা করলে তা যথেষ্ট হবে না। কিন্তু এর বদল হয় অর্থাৎ নিজেকেই কুরবানী করতে হবে এমন কথা নয় বরং অন্য কাওকে হুকুম দিলে যদি সে কুরবানী করে তাহলে তা হয়ে যাবে।

কুরবানী করার নিয়ম

-কুরবানীর পশু যাবেহ করার আগে শেষ পানি পান করাতে হবে। আগে থেকেই ছুরি ধারালো করে নিতে হবে । তবে পশুর সামনে নয়। পশুকে বাম পাশ করে শোয়াতে হবে যেন ক্বীবলার দিকে মুখ হয় এবং যাবেহ কারী স্বীয় ডান পা ওটার রানের উপর রেখে ধারালো ছুরি দিয়ে তাড়াতাড়ি যাবেহ করে দেবে। যাবেহ করার পূর্বে এ দুআটি পড়তে হবে:-

اِنِّى وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَالسَّمٰوَاتِ وَ الْاَرْضِ حَنِيْفًا وَّ مَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّ صَلَاتِي وَ نُسُكِى وَ مَحْيَاىَ وَ مَمَاتِى لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ بِذَالِكَ اُمِرْتُ وَ اَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ لَكَ وَ مِنْكَ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ:-ইন্নী অজ্জাহ্তু ওয়াজ হিয়া লিল্লাজী ফাতারাস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদা হানিফাঁও অমা আনা মিনাল মুশরিকীনা ইন্না সলাতি ওয়া নুসুকী ওয়াহ মাহ্ ইয়া অ মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামীনা লা শারি কালাহু ওয়াবি জালিকা উমিরতু ওয়া আনা মিনাল মুসলিমীনা আল্লাহুম্মা লাকা ওয়া মিনকা বিস মিল্লাহি আল্লাহু আকবার।

কুরবানী নিজের পক্ষ থেকে হলে জবাহ করার পর এই দুয়াটি পাঠ করতে হবে:- 'আল্লাহুম্মা তাকাব্বাল মিন্নী কামা তাকাব্বালতা মিন খালীলিকা ইব্রাহীমা আলাই হিস্ সালাম ওয়া বে হাবিবিকা সাইয়্যেদিনা মুহাম্মাদীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।'

আর যদি কুরবানী অপরের পক্ষ থেকে হয় তা হলে ' মিন্নী ' শব্দের স্থানে 'মিন ' বলতে হবে।

আক্বীকা

শিশু জন্মের পর আল্লাহর শুকরীয়া স্বরূপ যে পশু যাবেহ করা হয় তাকে 'আক্বীকা' বলে। আক্বীকা মুস্তাহাব আর এর জন্য সপ্তম দিবসই উত্তম। আক্বীকার পশু যবাহ করার সময় **পুত্র সন্তান** হলে এই দুআটি পড়তে হবে

উচ্চারণ-আল্লাহুম্মা হাজিহী আক্বীকাতুফুলানিন দামুহা বেদামিহী ওয়া আজমুহা বে আজমিহী ওয়া জিলদুহা বি জিলদিহী ওয়া শারুহা বি শারিহী আল্লাহুম্মাজ আলহা ফিদায়াল লি ফুলানিন মিনান্নারী বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার ।

মৃত্যুর বর্ণনা

মৃত্যুর সময় যখন সন্নিকট হবে লক্ষণ সমূহ পাওয়া যাবে , তখন সুন্নত হলো ডান পাশ করে শোয়াতে হবে। ক্বিবলামুখী করে দেওয়া এবং চিৎ করে শয়ন করানোও জায়েয। পা-দ্বয় ক্বীবলার দিকে রাখবে । এরূপ অবস্থায় ক্বীবলার দিকে মুখ হয়ে যাবে । কিন্তু এরূপ অবস্থায় ক্বিবলার দিকে মুখ হয়ে যাবে। কিন্তু এরূপ অবস্থায় মাথা সামান্য উচুঁ করে রাখবে। ক্বীবলা মুখী করা যদি কষ্টকর হয় ,তাহলে যে রকম ছিল সে রকমই রাখবে।

মাসআলা:-জাকুনির সময় যতক্ষণ রুহ ওষ্ঠগত না হয় ততক্ষণ তালকীন করতে হবে অর্থাৎ উচ্চস্বরে তার পার্শ্বে এই কালমা পাঠ করতে হবে। তবে তাকে বলার জন্য নির্দেশ দেবে না।

মৃত ব্যক্তির গোসল দেওয়ার পদ্ধতি

মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানো ফরযে কেফায়া। কয়েকজন মিলে গোসল দিলে সবার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে।

গোসল করানোর নিয়ম হচ্ছে ,যে আসনে বা তক্তায় গোসল দেয়ার ইচ্ছা হয় সেটাকে পরিষ্কার ভাবে সাফ করে আগরবাতী কিংবা ধুনো দ্বারা তার চারদিকে তিন বা পাঁচ বা সাতবার ঘুরাতে হবে এবং সেটার উপর মৃত ব্যক্তিকে শুইয়ে দিয়ে নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত কোন কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখবে। অত:পর গোসলদাতা নিজ হাতে কাপড় জড়িয়ে প্রথমে শৌচক্রিয়া করাবে। তারপর নামাজের ন্যায় ওজু করাবে অর্থাৎ প্রথমে

মুখ তারপব কনুই সমেত দুই হাত ধোয়াবে। তারপর মাথা মুসাহ করাবে এবং পরে পা ধোয়াবে। কিন্তু মৃত ব্যক্তির ওযুতে প্রথমে কব্জি পর্যন্ত হাত ধোয়া,কুল্লি করা ও নাকে পানি দেওয়া নেই। কেবল কাপড় অথবা তুলা ভিজিয়ে দাঁত ,মাড়ি,ঠোঁট ও নাকের ছিদ্র মুছে দিতে হবে। অত:পর চুল ও দাড়ি থাকলে গোলাপজল দ্বারা ধুইয়ে দিতে হবে। এটা পাওয়া না গেলে পবিত্র সাবান যা মুসলমানদের কারখানায় তৈরী হয় বা বেসন অথবা অন্য কিছু দ্বারা ধোয়াতে হবে। এই সব কিছু পাওয়া না গেলে কেবল পানিই যথেষ্ট। তারপর মৃত ব্যক্তিকে বাম পাশে করে শোয়াবে অনুরূপভাবে পানি ঢালবে। যদি কুল পাতা সিদ্ধ পানি পাওয়া না যায় তাহলে পরিষ্কার মৃদু গরম পানিই যথেষ্ট । অত:পর হেলান করে বসায়ে আস্তে আস্তে পেটের উপর হাতে চাপ দিবে এবং কিছু বের হলে ধুইয়ে ফেলবে। ওযু গোসল পুনরায় করাবে না।এরপর মাথা থেকে পা পর্যন্ত সারা শরীরে কর্পুরের পানি ঢেলে দিবে। তারপর কোন কাপড় দ্বারা ওর শরীরটা আস্তে আস্তে মুছে দিবে।

কাফনের বর্ণনা

পুরুষের জন্য কাফনের সুন্নাত হচ্ছে তিনটি কাপড় লেফা ফা ,ইযার ও কামিছ এবং মহিলার জন্য কাফনে সুন্নাত হচ্ছে পাঁচটি কাপড় যথা-লেফাফা ,ইযার ,কামীস,উড়নি এবং সিনাবন্দ

কাফন পরিধানের নিয়ম

মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার পর ধীরে ধীরে কোন কাপড় দ্বারা মুছে

নিবে । কাপড় যেন ভিজে না যায়. কাফনকে একবার তিনবার পাচবার বা সাতবার আগর বাতি এ জাতীয় বস্তু দ্বারা ধোঁয়া দিবে। অত:পর কাফন এমনভাবে বিছাবে যে, প্রথম বড় চাদর এরপর তাহবন্দ অত:পর কামীস বিছাবে। তার পর মৃত ব্যক্তিকে ওটার ওপর শোয়াবে এবং কামীস বা কুর্তা বিছাবে। তার দাঁড়ি ও সমস্ত শরীরে সুগন্ধি লাগাবে এবং সিজদার অঙ্গসমূহ অর্থাৎ মাথা,নাক,হাটু ও পায়ে কর্পুর লাগাবে।তার পর লেফাফা প্রথমে বামদিক থেকে পরে ডানদিক থেকে জড়াবে। যেন ডানদিকটা উপরে থাকে । অত:পর চুলও পায়ের দিক বাধঁবে যাতে উড়ার আশঙ্কা না থাকে। মহিলাকে কামীস অর্থাৎ কাফনী পরিধান করানোর পর ওর চুলকে দুভাগ করে কাফনীর উপর বুক বরাবর রেখে দেবে এবং উড়নি অর্ধপিঠের নীচ থেকে মাথা পর্যন্ত এনে মুখের উপর নিকাবের মত রাখবে।যেন বুক পর্যন্ত অবৃত থাকে । এর দৈর্ঘ্য হচ্ছে অর্ধপিট থেকে বুক পর্যন্ত এর প্রস্থ হচ্ছে এক কানের লতি থেকে অন্য কানের লতি পর্যন্ত । অত:পর নিয়ামানুসারে ইযার ও লেফাফা জড়াবে .শেষে সবগুলোর উপর সীনা বন্দ স্তনের উপর থেকে রান পর্যন্ত এনে বাধবে।

কবর ও দাফন

মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা ফরজে কেফায়া।কবর দৈর্ঘ বা লম্বায় মৃত ব্যক্তির দেহের সমান হতে হবে।প্রস্থে বা চওড়ায় অর্ধ দেহ পরিমাণ হতে হবে।দেহ পরিমাণ গভীরতা হওয়াটা উত্তম। কবরের গভীরতা বলতে লাহাদ বা সিন্ধুকের গভীরতা বুঝতে হবে, এমন নয় যে, যেখান থেকে খনন শুরু হয়েছে ওখান থেকে শেষ পরিমাণ পর্যন্ত গন্য করা হবে।

মাসলা ঃ মৃত্যুর কষ্ট লাঘব হওয়ার নিমিত্তে মৃত প্রায় ব্যক্তির নিকট পরহেজগার লোকেদের হওয়া উত্তম বিষয়। ওই সময় সুরা ইয়াসিন তেলায়াৎ করলে মৃত্যু যন্ত্রনা লাঘব হয়। যদি মৃত্যু ব্যথা অতিরিক্ত হয় তাহলে সুরা রাআদ তেলায়াতের প্রয়োজন। এবং খুশবু রাখা হল মুসতাহাব। (আলামগিরী)

মাসলা ঃ-কারও মৃত্যুর সময় হায়েয বা নেফাস গ্রস্থ মহিলা সন্নিকটে যেতে পারবে। (আলামগিরী) কিন্তু যে মহিলার হায়েয বা নিফাস বন্ধ হয়ে গেছে কিন্তু সে ফরয গোসল করেনি সেক্ষেত্রে তার জন্য যাওয়া বৈধ নয়। কারণ সে হল জুনুবী(অপবিত্র) আর যেখানে জুনুবী থাকে সেখানে রহমতের ফেরেশতা আসা হতে বিরত থাকে। (আলামগিরী)

মাসলা ঃ -কবরের উপর বসা,শোয়া,হাঁটা,পায়খানা,প্রসাব করা হারাম। কবরস্থানের মধ্যে দিয়ে নতুন রাস্তা তৈরী করা হলে ,সেটা দিয়ে চলাফেরা নাজায়েজ। নতুন রাস্তা হওয়া জানা থাকুক কিংবা ধারণায় থাকুক।(আলমগিরী,দুররে মুখতার,,কানুনে শরীয়ত ১৭৩ পৃ:)

হজের বর্ণনা

হজ হল ইহরাম বেধেঁ জিল হজ মাসের নয় তারিখ আরাফাতের ময়দানে অবস্থান এবং কাবা মোয়াজ্জামাব তাওয়াফ করা এবং এর জন্য একটি সময় নির্দিষ্ট রয়েছে। আরবী বছরের ৯ম হিজরীতে হজ ফরয হয়েছে।এর ফরয হওয়াফরয কাতই অর্থাৎ কোরান ও হাদিসের অকাট্য দলীল দ্বারা সাবস্ত্য। এর অস্বীকার কারী হল কাফের। সারা জিন্দেগীতে একবারই ফরয। [১]

ফযীলত:-হজ ইসলামী আরকানের মধ্যে পঞ্চম ,হজ পূর্বের গুনাহ সমূহকে মিটিয়ে দেয়,হাজী নিজ ঘরের চারশত জনের শাফায়াত করবে।।

মাসয়ালা:-হজের সময় হল শাওয়াল মাস হতে জিলহজ্ব মাসের দশ তারিখ পর্যন্ত। এর পূর্বে হজের কর্মসমূহ হতে পারে না,শুধুমাত্র ইহরাম বাঁধা কারণ ইহরাম এর পূর্বেও হতে পারে যদিও তা মাকরুহ। [২]

হজ ওয়াজিব হওয়ার শর্ত সমূহ:-১.মুসলমান হওয়া,২.দারুল হারবের মধ্যে হলে এটা অবগত হওয়া যে ইসলমের ফরযের মধ্যে হয হল একটি, ৩.বালিগ হওয়া,৪.জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া-পাগলের উপর হজ ফরয নয়, ৫.মুক্ত হওয়া ,৬.সুস্থ সবল হওয়া,৭.সফরের খরচের মালিক হওয়া এবং সাওয়ারী বা বাহনের উপযোগী হওয়া,৮.হজের মাসে সমস্ত শর্ত বর্তমান থাকা। [৩]

১.আলমগিরী ১ম খন্ড ২১৬ পৃ:

২.দুররে মুখতার ২০৫ পৃ:,রাদ্দুল মুহতার ২য় খন্ড ২০৬ পৃ:

৩.দুররে মুখতার ২য় খন্ড ১৯৩ পৃ:

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দোয়া

সফরের উদ্দেশ্যে যানবাহনে আরোহনের দোয়া

উচ্চারণ-সুবহানাল্লাযী সাখ্খারা লানা হাযা ওয়া মা কুন্না লাহু মুক্বরিনিন, ওয়া ইন্না ইলা রাব্বিনা লা মুনক্বালিবুন।

কোন অসুস্থ কিংবা পিড়ীত ব্যাক্তিকে দেখে পড়ারদোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِى مِمَّنْ ابْتَلَاكَ بِه وَ فَضَّلَنِىْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا

উচ্চারণ:-আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আফানি মিম্মাব তালাকা বিহী ওয়া ফাদ্বালানী আলা কাসিরীম মিম্মান খালাক্বা তাফদ্বীলা

অর্থ:- আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা যিনি তোমাকে যে ব্যাধিতে আক্রান্ত করেছেন তা থেকে আমাকে নিরাপদে রেখেছেন এবং তার বহু সংখ্যক সৃষ্টির ওপর আমাকে মর্যাদা দান করেছেন।

সব ধরনের অনিষ্টতা থেকে হিফাজতের দোয়া

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْئٌ فِى الْاَرْضِ وَ لَا فِى السَّمَاءِ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

উচ্চারণ:-বিসমিল্লাহিল্লাজী লা ইয়া দুরু মায়াসমিহি শাইয়ুন ফিল আরদি , ওয়া লা ফিস সামায়ি ওয়া হুয়াস সামিউল আলিম।

অর্থ:- আল্লাহর নামে, যার নামের বরকতে আসমান ও জমীনের কোন কিছুই কোন ক্ষতি করতে পারে না, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

সকল কাজ সফল ও শয়তান থেকে হেফাজতের দোয়া

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَ لَا حَوْلَا وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِا للّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম,ওলা হাওলা ওলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিইল আযিম।

সকল প্রকার মনের অভিলাষ পূর্ণ হওয়ার দোয়া

"হাসবুনাল্লাহু ওয়া নিমাল ওয়া কীল্" সাড়ে চারশো বার এবং দুয়াটি শুরু করার পূর্বে ও পরে ১১ বার দরুদ শরীফ পাঠ করতে হবে।

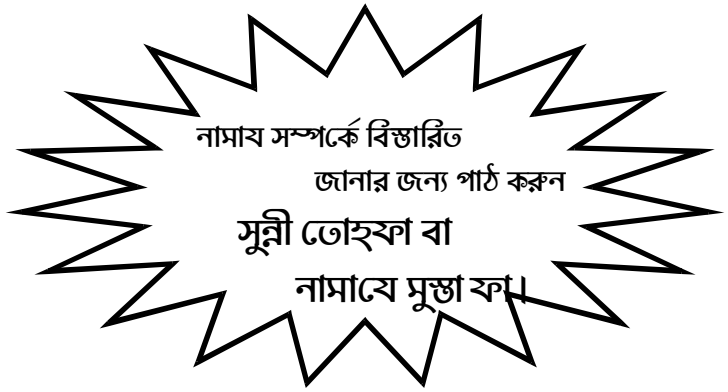

কয়েক প্রকার দরুদ শরীফ

দরুদে গাওসিয়া

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّعْدِنِ الْجُودِ وَ الْكَرَمِ وَ اٰلِهِ وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ

উচ্চারণ:আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা সাইয়্যেদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন মা দীনিল জুদে ওয়াল কারাম ওয়া আলিহী ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম।

দরুদে রেজবীয়া

صَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ اٰلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ صَلٰوةً وَ سَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه

উচ্চারণ:-সাল্লাল্লাহু আলা ন্নাবী ইল উম্মিয়ী ওয়া আলিহী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতাঁও ওয়া সালামান আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ।

দরুদে আলা হযরত

اَللّٰهُ رَبُّ مُحَمَّدٍ صَلّٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَا نَحْنُ عِبَادُ مُحَمَّدٍ صَلّٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَا

উচ্চারণ:-আল্লাহু রব্বু মোহাম্মাদিন সল্লা আলাইহি ওয়া সাল্লামা,নাহনু ইবাদু মোহাম্মাদিন সল্লা আলাইহি ওয়া সাল্লামা।

দরুদে মুফতীয়ে আযাম

اَللّٰهُ رَبُّ مُحَمَّدٍ صَلّٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَا وَ عَلٰى ذَوِيْهِ وَ اٰلِهِ اَبَدَالدُّهُوْرِ وَ كَرَّمَا

উচ্চারণ:-আল্লাহু রব্বু মোহাম্মাদিন সল্লা আলাইহি ওয়া সাল্লামা,ওয়া আলা যাবিহী ওয়া আলিহী আবাদাদ্ দুহুরে ওয়া কার্‌রামা।

সালাম

আলা হযরত ইমাম আহমাদ রেজা রাদিয়াল্লাহু আনহু

মুস্তাফা জানে রাহমাত পে লাখোঁ সালাম,
শাময়ে বাযমে হেদায়েত পে লাখোঁ সালাম ।
শাহরে ইয়ারে ইরাম তাজদারে হারাম ,
নাওবা হারে শাফায়াত পে লাখোঁ সালাম।
দুর ও নাজদিক কে সুন্নে ওয়ালে ওহ কান,
কানে লাআলে কারামাত পে লাখোঁ সালাম।
জিস তরফ উঠ গেয়ী দাম মে দাম আগেয়া,
উস নিগাহে ইনায়াত পে লাখোঁ সালাম।
জিস্ সুহানী ঘড়ী চামকা তাইবা কা চাঁদ,
উশ দিল আফরোজে সাআত পে লাখোঁ সালাম।
হাম গরীবোকে আক্বাপে বেহাদ দরুদ,
হাম ফকীরো কী সারওয়াত পে লাখোঁ সালাম।
জিনকে সেজদে কো মেহরাবে কাবা ঝুকী,
উন ভুওকী লাতাফাত পে লাখোঁ সালাম।
ওহ যোবা জিস কো সাব কুন কী কুঞ্জি ক্যহে,
উস কী নাফিয হুকুমাত পে লাখোঁ সালাম।
ওহ দেহান জিস কী হার বাত ওহই খোদা,
চাশমায়ে ইলম ও হিকমাত পে লাখোঁ সালাম।
কাশ মাহশার মে জাব উনকী আমাদ হো আওয়ার ,
ভেজে সাব উন কী শাওকাত কে লাখোঁ সালাম।
,মুঝসে খিদমাত কে কুদসী কাহে হা রেজা ,
মুস্তাফা জানে রাহমাত পে লাখোঁ সালাম।

শাজরা আলিয়া কাদিরীয়া রাজাবীয়া নুরীয়া

ইয়া ইলাহী রহম ফরমা মুসতাফা কে ওয়াস্তে,
ইয়া রাসুলাল্লাহ করম কিজীয়ে খোদাকে ওয়াস্তে।
মুশকিলে হার কার শাহে মুশকিল কুশা কে ওয়াস্তে,
কারবালায়ে রাদ শাহিদে কারবালা কে ওয়াস্তে ।
সাইয়ে সাজ্জাদ কে সাদকে মে সাজিদ রাখ মুঝে,
ইলমে হাক্ব দে বাকিরে ইলমে হুদা কা সাথ হো।
সিদকে সাদিক কা তাসাদ্দুক সাদিকুল ইসলাম কার,
বে গাদাবে রাদি হো কাযিম আওর রেজা কে ওয়াস্তে।
বাহরে মারুফ ও সেরী মারুফ দে বাখুদ সারি
জুনদে হাক্ব মে গিন জুনাইদে বা সাফা কে ওয়াস্তে।
বাহরে শিবলি শেরে হাক্ব দুনিয়া কে কুত্তো সে বাচা,
এক কা রাখ আবদে ওয়াহিদ বে রিয়া কে ওয়াস্তে।
বুল ফারাহ কা সাদক্বা কার গামকো ফারাহ দে হুসন ও সাআদ,
বুল হাসান আওর বু সাইদ সাআদ জা কে ওয়াস্তে ।
ক্বাদিরী কার ক্বাদিরী রাখ ক্বাদিরীও মে উঠা,
ক্বাদরে আব্দুল ক্বাদির ক্বুদরত নুমা কে ওয়াস্তে।
আহসানাল্লাহু লাহু রিযকান্ সে দে রিযকে হাসান,
বান্দাহে রাজ্জাক তাজুল আসফিয়া কে ওয়াস্তে।
নাসরাবি সালেহ কা সাদক্বা সালেহ ওয়া মানসুর রাখ।

দে হায়াতে দেএ মুহিয়ই জা ফাযা কে ওয়াস্তে।
তুরে ইরফান ও উলু ও হামদ্ ও হুসনা বাহা ,
দে আলি মুসা হাসান আহ্মাদ বাহা কে ওয়াস্তে।
বাহারে ইব্রাহীম মুঝ পার নার গাম গুলযার কার,
ভিক দে দাতা ভিখারী বাদশাহ্ কে ওয়াস্তে।
খানায়ে দিল কো দিয়া দে রুয়ে ইমান কো জামাল,
শাহে দিয়া মাওলা জামালুল আওলিয়া কে ওয়াস্তে।
দে মুহাম্মাদ কে লিয়ে রুজি কার আহ্মাদ কে লিয়ে,
খোয়ানে ফাদলুল্লাহ সে হিস্সা গাদা কে ওয়াস্তে।
দিন ও দুনিয়া কী মুঝে বারকাত দে বারকাত সে।
ইশ্কে হাক্ব দে ইশক্বি ইনতেমা কে ওয়াস্তে।
হুব্বে আহলে বায়েত দে আলে মুহাম্মাদ কে লিয়ে,
কার শাহিদে ইশকে হামযায়ে পেশওয়া কে ওয়াস্তে।
দিল কো আছ্ছা তান কো সুথ্রা জান কো পুর নুর কার,
আচ্ছে পিয়ারে শাম্সুদ্দিন বাদরুল উলা কে ওয়াস্তে।
দো জাহা মে খাদিমে আলে রাসুলুল্লাহ কার ,
হাযরাত আলে রাসুলে মুক্বতাদা কে ওয়াস্তে।
নুরে জান ও নুরে ঈমান নুরে কাবর ও হাশর দে,
বুল হুসাইন আহ্মাদ নুরী লেকা কে ওয়াস্তে।
কার আতা আহ্মাদ রেয়ায়ে আহ্মাদে মুরসাল মুঝে,
মেরে মাওলা হাযরাতে আহ্মাদ রেযা কে ওয়াস্তে।

ইয়া খোদা কার গাওসে আযাম আযাম কে গোলামো মে কবুল,
হাম শাবিহে গাওসে আযাম মুস্তাফা কে ওয়াস্তে।
সায়ায়ে জুমলা মাশায়েখ ইয়া খোদা হাম পার র‍্যাহে,
রাহাম ফারমা আলে রাহমা মুস্তাফা কে ওয়াস্তে।
বাহরে হাযরাত মুস্তাফা হায়দার হাসান,
হাসান ও সাফওয়াত কার আতা উনকে গাদা কে ওয়াস্তে।
ইয়া ইলাহী হো রাযায়ে মুস্তাফা হাম কো নাসিব,
সালিকে রাহে রাযা খালিদ রেযা কে ওয়াস্তে।
দোনো আলাম মে জামালে ক্বাদরী কো সাদ রাখ,
ইয়া ইলাহী মুস্তাফা ইবনে রাযা কে ওয়াস্তে।

বাতিল ফিরকার হাত থেকে নিজ ঈমান ও আমল কে হেফাজত করতে সংগ্রহে রাখুন নিম্নের বইগুলি

সাহাবায়ে কেরাম ও আক্বিদায়ে আহলে সুন্নাত	
	তাহমীদে ঈমান
জানে ঈমান	সাওতুল হক্ব

ক্বাসিদা বুরদা শরীফ

মাওলা ইয়া সাল্লে ওয়া সাল্লিম দায়েমান আবাদা,
আলা হাবিবেকা খাইরিল খালক্বে কুল্লিহীমী।

আলহামদু লিল্লাহি মুনশীল খালকে মিন আদামে,
সুম্মা সলাতু আলাল মুখতারি ফিল ক্বদামি।

মুহাম্মাদুন সাইয়ে দুল কওনাইনে ওয়া সাকালাইন,
ওয়াল ফারিকাইনি মিন আরবেঁও ওয়া মিন আজমী।

হুয়াল হাবিবীবু ল্লাযী তুরজা শাফায়াতুহু
লি কুল্লি হাওলিম মিনাল আহওয়ালে মুকতাহিমী।

ফা ইন্না মিন জুদিকা দুনিয়া ওয়া দার্‌রাতাহা
ওয়া মিন উলুমিকা ইলমাল লৌহে ওয়াল ক্বালামে।

সুম্মার রেদা আন আবি বাকরিন ওয়া আন উমারা
ওয়া আন আলিই উ ওয়া আন উসমানা যিল কারামে।
ইয়া রাব্বি বিল মু স্তাফা বাল্লিগ মাকাসিদানা
ওয়াগ ফির লানা মা মাযা ইয়া ওসিআল কারামি।

عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُوْنَ ﴿١٩﴾ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوْنَ ﴿٢٠﴾
وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿٢١﴾ وَحُوْرٌ عِيْنٌ ﴿٢٢﴾
كَاَمْثَالِ اللُّؤْلُوِءِ الْمَكْنُوْنِ ﴿٢٣﴾ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا
يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٤﴾ لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا تَاْثِيْمًا ﴿٢٥﴾
اِلَّا قِيْلًا سَلٰمًا سَلٰمًا ﴿٢٦﴾ وَاَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ۙ مَآ
اَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ﴿٢٧﴾ فِيْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ ﴿٢٨﴾ وَّطَلْحٍ
مَّنْضُوْدٍ ﴿٢٩﴾ وَّظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ ﴿٣٠﴾ وَّمَآءٍ مَّسْكُوْبٍ ﴿٣١﴾
وَّفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ ﴿٣٢﴾ لَّا مَقْطُوْعَةٍ وَّلَا مَمْنُوْعَةٍ ﴿٣٣﴾
وَّفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ ﴿٣٤﴾ اِنَّآ اَنْشَاْنٰهُنَّ اِنْشَآءً ﴿٣٥﴾
فَجَعَلْنٰهُنَّ اَبْكَارًا ﴿٣٦﴾ عُرُبًا اَتْرَابًا ﴿٣٧﴾ لِّاَصْحٰبِ
الْيَمِيْنِ ﴿٣٨﴾ ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٣٩﴾ وَثُلَّةٌ مِّنَ
الْاٰخِرِيْنَ ﴿٤٠﴾ وَاَصْحٰبُ الشِّمَالِ ۙ مَآ اَصْحٰبُ
الشِّمَالِ ﴿٤١﴾ فِيْ سَمُوْمٍ وَّحَمِيْمٍ ﴿٤٢﴾ وَّظِلٍّ مِّنْ

يَّحْمُوْمٍ ﴿٤٣﴾ لَّا بَارِدٍ وَّلَا كَرِيْمٍ ﴿٤٤﴾ اِنَّهُمْ كَانُوْا
قَبْلَ ذٰلِكَ مُتْرَفِيْنَ ﴿٤٥﴾ وَكَانُوْا يُصِرُّوْنَ
عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيْمِ ﴿٤٦﴾ وَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَ ۙ اَئِذَا
مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ﴿٤٧﴾
اَوَاٰبَآؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ ﴿٤٨﴾ قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِيْنَ وَ
الْاٰخِرِيْنَ ﴿٤٩﴾ لَمَجْمُوْعُوْنَ ۙ اِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ
مَّعْلُوْمٍ ﴿٥٠﴾ ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا الضَّآلُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ ﴿٥١﴾
لَاٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ ﴿٥٢﴾ فَمَالِـُٔوْنَ
مِنْهَا الْبُطُوْنَ ﴿٥٣﴾ فَشٰرِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ
الْحَمِيْمِ ﴿٥٤﴾ فَشٰرِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ ﴿٥٥﴾ هٰذَا
نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ ﴿٥٦﴾ نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْلَا
تُصَدِّقُوْنَ ﴿٥٧﴾ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ﴿٥٨﴾ ءَاَنْتُمْ
تَخْلُقُوْنَهٗٓ اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ ﴿٥٩﴾ نَحْنُ قَدَّرْنَا

بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ﴿٦٠﴾ عَلٰٓى اَنْ
نُّبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِيْ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٦١﴾
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْاَةَ الْاُوْلٰى فَلَوْلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٦٢﴾
اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ ﴿٦٣﴾ ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗٓ اَمْ
نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ ﴿٦٤﴾ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنٰهُ حُطَامًا
فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ ﴿٦٥﴾ اِنَّا لَمُغْرَمُوْنَ ﴿٦٦﴾ بَلْ نَحْنُ
مَحْرُوْمُوْنَ ﴿٦٧﴾ اَفَرَءَيْتُمُ الْمَآءَ الَّذِيْ تَشْرَبُوْنَ ﴿٦٨﴾
ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ ﴿٦٩﴾
لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ ﴿٧٠﴾
اَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِيْ تُوْرُوْنَ ﴿٧١﴾ ءَاَنْتُمْ اَنْشَاْتُمْ
شَجَرَتَهَآ اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِـُٔوْنَ ﴿٧٢﴾ نَحْنُ جَعَلْنٰهَا
تَذْكِرَةً وَّمَتَاعًا لِّلْمُقْوِيْنَ ﴿٧٣﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ
رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴿٧٤﴾ فَلَآ اُقْسِمُ بِمَوٰقِعِ النُّجُوْمِ ﴿٧٥﴾

وَاِنَّهٗ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ ﴿٧٦﴾ اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ
كَرِيْمٌ ﴿٧٧﴾ فِيْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ ﴿٧٨﴾ لَّا يَمَسُّهٗٓ اِلَّا
الْمُطَهَّرُوْنَ ﴿٧٩﴾ تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٠﴾
اَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَنْتُمْ مُّدْهِنُوْنَ ﴿٨١﴾ وَتَجْعَلُوْنَ
رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ ﴿٨٢﴾ فَلَوْلَآ اِذَا بَلَغَتِ
الْحُلْقُوْمَ ﴿٨٣﴾ وَاَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ ﴿٨٤﴾ وَنَحْنُ
اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُبْصِرُوْنَ ﴿٨٥﴾ فَلَوْلَآ
اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ ﴿٨٦﴾ تَرْجِعُوْنَهَآ اِنْ كُنْتُمْ
صٰدِقِيْنَ ﴿٨٧﴾ فَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿٨٨﴾
فَرَوْحٌ وَّرَيْحَانٌ ۙ وَّجَنَّتُ نَعِيْمٍ ﴿٨٩﴾ وَاَمَّآ اِنْ
كَانَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ﴿٩٠﴾ فَسَلٰمٌ لَّكَ مِنْ
اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ﴿٩١﴾ وَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِيْنَ
الضَّآلِّيْنَ ﴿٩٢﴾ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيْمٍ ﴿٩٣﴾ وَّتَصْلِيَةُ
جَحِيْمٍ ﴿٩٤﴾ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِيْنِ ﴿٩٥﴾ فَسَبِّحْ
بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴿٩٦﴾

দোয়া

ইয়া ইলাহী হার জাগাহ তেরী আতা কা সাথ হো,
জাব পড়ে মুশকিল শাহে মুশকিল কুশা কা সাথ হো।
ইয়া ইলাহী ভুল জাওয়ো নাযয়া কী তাকলিফ কো ,
শাদিয়ে দীদারে হুসনে মুস্তাফা কা সাথ হো।
ইয়া ইলাহী গোর তেরা জাব কী আয়ে শাখত রাত,
উন কী পিয়ারে মুহ কী সুবহ জা ফিযা কা সাথ হো।
ইয়া ইলাহী জাব পড়ে মাহশার মে শোরে দার গীর,
আমান দেনে ওয়ালে পিয়ারে পেশওয়া কা সাথ হো ।
ইয়া ইলাহী যাব যোবানে বাহার আয়ে পিয়াসসে,
সাহেবে কাওসার শাহে জোদ ও আতা কা সাথ হো ।
ইয়া ইলাহী গারমীয়ে মাহশার সে যাব ভড়কে বাদান,
দামানে মাহবুব কী ঠান্ডি হাওয়া কা সাথ হো ।
ইয়া ইলাহী নামায়ে আমাল জাব খুলনে লাগে,
আয়বে পোশ খালকে সাত্তার কে সাথ হো।
ইয়া ইলাহী যাব চলো তারিখে রাহে পুল সিরাত,
আফতাবে হাশমী নুরুল হুদা কা সাথ হো।
ইয়া ইলাহী যো দুয়ায়ে নেক ম্যায় তুঝসে কারু,
কুদসিও কে লাব সে আমীন রব্বানা কা সাথ হো।
ইয়া ইলাহী যাব লে চালে দাফন করনে কবর মে,
গাওসে আযাম পেশ ওয়ায়ে আওলিয়া কা সাথ হো।

লেখকের কলমে

১.খাতিমুল মুহাক্কীকিন ।
২. ইলমে গায়ের প্রসঙ্গ ।
৩.তাবলিগী জামায়াত প্রসঙ্গ ।
৪.জানে ঈমান তরজমা ।
৫.মিলাদুন্নাবী ।
৬.সুন্নী তোহফা বা নামাযে মুস্তাফা ।
৭.সুন্নী বায়ান বা তোহফায়ে রমযান ।
৮.সুন্নী বাণী বা তোহফায়ে কুরবানী ।
৯.শানে হযরত মুয়াবীয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ।
১০.সাহাবায়ে কেরাম ও আক্বিদায়ে আহলে সুন্নাত ।
১১.তাহমীদে ঈমান তরজমা ।
১২.এ যুগের দাজ্জাল জাকীর নায়েক (সংগৃহীত) ।
১৩. আম্মাপারা সংক্ষিপ্ত টীকা ।
১৪. নুরী নামায শিক্ষা ।
১৫.জাগ্রত অবস্থায় জিয়ারতে মুস্তাফা ।
১৬. দোওয়া কিভাবে কবুল হয় ।
১৭. উমরাহ হজ্বের নিয়মাবলী ।
১৮.তাবলিগী জামায়াত মুখোশের অন্তরালে ।
১৯. ত্বালাকের অকাট্য বিধান ।
২০. হুযুর তাজুশশরীয়া ।
২১. সাওতুল হক্ব ।
২২. সুন্নী হজ্ব ও উমরা গাইড
২৩. হুযুর মুফতী-এ-আযাম
২৪.রোগ কি সংক্রামক ?
২৫. জুম্মার খুটিনাটি মাসায়েল
২৬. ওহাবী পরিচিতি
২৭. সুন্নী বাহার বা নাত সমাহার
২৮. মহিলাদের নামায ও
মাসায়েল শিক্ষা

This document was created with the Win2PDF “print to PDF” printer available at
http://www.win2pdf.com

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

http://www.win2pdf.com/purchase/